Peace

ইসলামের দৃষ্টিতে
কন্যার মর্যাদা

ড. ফযলে ইলাহী

Peace Publication
পিস পাবলিকেশন-ঢাকা
Peace Publication-Dhaka

ইসলামের দৃষ্টিতে কন্যার মর্যাদা

মূল
ড. ফযলে ইলাহী

সম্পাদনায়

মুফতি মুহাম্মদ আবুল কাসেম গাজী
এম.এম, প্রথম শ্রেণী (প্রথম)
এম.এম, এম.এফ, এম.এ (প্রথম শ্রেণী)
মুফাসসির
তামীরুল মিল্লাত কামিল মাদরাসা, ঢাকা

হাফেজ মাওঃ আরিফ হোসাইন
বি.এ (অনার্স) এম.এ, এম.এম.
পিএইচ ডি গবেষক, ঢাবি
আরবি প্রভাষক
নওগাঁও রাশেদিয়া ফাযিল মাদরাসা, মতলব, চাঁদপুর।

পিস পাবলিকেশন
৩৮/৩, কম্পিউটার মার্কেট (২য় তলা)
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ইসলামের দৃষ্টিতে কন্যার মর্যাদা

প্রকাশক

পিস পাবলিকেশন

৩৮/৩, কম্পিউটার মার্কেট (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা
মোবাইল : ০১৭১৫৭৬৮২০৯, ০১৯১১০০৫৭; ০২-৯৫৭১০৯২

প্রকাশকাল : জুন – ২০১৩ ইং

কম্পিউটার কম্পোজ : পিস হ্যাভেন

বাঁধাই : তানিয়া বুক বাইন্ডার্স, সূত্রাপুর

মুদ্রণে : ক্রিয়েটিভ প্রিন্টার্স

মূল্য : ৯০.০০ টাকা ।

www.peacepublication.com
peacerafiq56@yahoo.com

www.pathagar.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ভূমিকা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ , وَنَسْتَغْفِرُهُ, وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا , مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ, وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلاَ هَادِىَ لَهُ, وَاَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ, وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ .

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ

হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর যেমনভাবে তাঁকে ভয় করা উচিত। তোমরা মুসলিম না হয়ে কখনো মৃত্যুবরণ করো না।(সূরা আল ইমরান : আয়াত-১০২)

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّ خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّ نِسَآءً ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا.

হে মনুষ সকল! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে একটি মাত্র ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন এবং তা হতে তার জোড়া সৃষ্টি করেছেন। অত:পর সেই দু'জন হতে বহু নর-নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যাঁর নামে তোমরা পরস্পর পরস্পরের নিকট চেয়ে থাক এবং সতর্ক থাক জ্ঞাতি-বন্ধন সম্পর্কে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন। (সূরা নিসা : আয়াত-১)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا يُّصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ۭ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا

www.pathagar.com

হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সরল সঠিক কথা বল। আল্লাহ তোমাদের জন্য তোমাদের আমলগুলোকে ত্রুটিমুক্ত করবেন আর তোমাদের পাপগুলোকে ক্ষমা করে দিবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে সে সাফল্য লাভ করে-মহাসাফল্য। (সূরা আল-আহযাব : আয়াত-৭০-৭১)

সম্মানিত পাঠক! ইসলাম সম্পর্কে যত ভুল ধারণা ও অপ্রচার বিস্তার লাভ করছে, তম্মধ্যে শীর্ষ তালিকার অন্তর্ভুক্ত হলো, ইসলামে কন্যার সম্মান ও অধিকার সম্পর্কে। এ ভুল ধারণার কারণসমূহের মধ্যে রয়েছে শত্রুদের মিথ্যাচার ও হিংসাত্মক প্রোপাগান্ডা। কোনো কোনো মুসলমানের এ ব্যাপারে অজ্ঞতা আর কতিপয় মুসলমানের রয়েছে ইসলামী শিক্ষায় উদাসীনতা ও পরওয়াহীনতা।

অতঃপর আমি স্বয়ং অন্যদেরকে এ বিষয়ে সতর্ক ও স্মরণ করিয়ে দেয়ার নিমিত্তে কুরআন ও হাদীসের আলোকে বইটিতে কন্যার মান-মর্যাদা সম্পর্কে আলোচনা করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করি।

www.pathagar.com

বইটি রচনা করার ক্ষেত্রে কিছু পূর্ব কথা

মহান প্রতিপালক, দয়ালু ও দয়াবানের তাওফীকে নিম্নের বিষয়গুলোর প্রতি গুরুত্বারোপের চেষ্টা করি–

১. বইটির মূল ভিত্তি কুরআন ও সুন্নাত।

২. হাদীসগুলোকে সাধারণত তার মূল কিতাবসমূহ হতে নকল করা হয়। বুখারী ও মুসলিম ব্যতীত হাদীস গ্রন্থ হতে নকলকৃত হাদীসের সাথে সাথে, হাদীস সম্পর্কে সহীহ হওয়ার ক্ষেত্রে ইমামগণের মন্তব্যও উল্লেখ করা হয়। বুখারী ও মুসলিমের হাদীসের উপর মুসলিম উম্মতের ঐক্যমতের কারণে সেগুলো সম্পর্কে কারো মন্তব্য উল্লেখ করা হয়নি।

(ইমাম নববীর শারহ মুসলিমের মুকাদ্দিমা, পৃ: ১৪)

৩. আয়াত ও হাদীস হতে দলীল-প্রমাণ গ্রহণ করার ক্ষেত্রে তাফসীর ও হাদীসের শরাহ-ব্যাখ্যাগ্রন্থ হতে উপকৃত হওয়ার চেষ্টা করা হয়।

৪. নবী ﷺ-এর স্বীয় মেয়েদের সাথে আচরণকে আল্লাহর তাওফীকে আমার এক স্বতন্ত্র গ্রন্থ "নবী করীম ﷺ বাহাইসীয়াতে ওয়ালিদ" এ বিস্তারিত বর্ণনা করার চেষ্টা করা হয়েছে। তবে অবশ্য তার সারাংশ এই বইটির শেষাংশে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৫. বইটির শেষে সংকলন সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য সূচির তালিকা সংযুক্ত করা হয়েছে।

বইটির কাঠামো

মহা প্রতিপালক, সর্বজ্ঞ ও বিজ্ঞানময় আল্লাহর তাওফীকে বইটিতে নিম্নোক্ত আকৃতিতে বিন্যস্ত করা হয়েছে।

ভূমিকা

বইয়ের মূল অংশ:

পনেরটি শিরোনামের অধীনে কন্যার মর্যাদা ও সম্মান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

১৬ নং শিরোনামে "নবী ﷺ -এর উত্তমাদর্শে মেয়ের মর্যাদা ও অবস্থান" সম্পর্কে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

শেষ নিবেদন

বইটির সারসংক্ষেপ

আবেদন।

www.pathagar.com

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও দোয়া

এ দুর্বল ও অসহায় বান্দা অন্তরের অন্তস্থল হতে স্বীয় প্রতিপালক পরম দাতা ও দয়ালুর প্রতি কৃতজ্ঞ, যিনি এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি সম্পর্কে আমার মতো দুর্বল ও অধমকে লিখার তাওফীক প্রদান করেছেন। তাঁরই নিকট আমি এ সামান্য প্রচেষ্টায় সঠিক দিশা, বরকত ও এটি কবূল করে নেয়ার সবিনয় আরজ করি।

আল্লাহ তায়ালা যেন এটিকে আমার সম্মানিত পিতা-মাতা ও আমার জন্য সাদকায়ে জারিয়াহ বানিয়ে দেন। إِنَّهُ جَوَّادٌ كَرِيمٌ

আল্লাহ তায়ালা যেন, আমার স্ত্রী, স্নেহের পুত্র ও পুত্রবধূগণকে আমার যথাসাধ্য খেদমতের জন্য ইহকাল ও পরকালের উত্তম প্রতিদান দেন এবং বইটির সওয়াবে তাদের সবাইকেও অন্তর্ভুক্ত করেন। إِنَّهُ سَمِيعٌ مُّجِيبٌ

আল হুদা ইন্টারন্যাশনাল-এর জন্য আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও দোয়া করি। আল্লাহর তাওফীকে এ বই ও অন্য একটি বই "নবী করীম ﷺ বাহাইসিয়তে ওয়ালিদ" রচিত হওয়ার ক্ষেত্রে সেখানে এক আলোচনা অসীলা অভিহিত হয়।
(সেখানে আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল "ইসলাম মেঁ বেটী কা মকাম" তাং ২২/৯/২০০৩ খৃ:)

পরিশেষে স্নেহের প্রিয় মুহাম্মদ আব্দুর রব্ব আফফানের জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও দোয়া করি। যাকে আমি বইটি পরিপূর্ণভাবে তৈরি হওয়ার সাথে সাথে মূল ভাষায় প্রকাশের পূর্বেই বঙ্গানুবাদের দায়িত্ব প্রদান করি এবং তিনি সীমাহীন ব্যস্ততার মধ্যে বইটির অনুবাদ করেন।

جَزَاهُمُ اللهُ جَمِيْعًا خَيْرَ الْجَزَاءِ فِي الدِّيْنِ

ড. ফযলে ইলাহী
ইসলামাবাদ

www.pathagar.com

সূচিপত্র

১
কুরআনে পুত্রের পূর্বে কন্যার উল্লেখ..... ১১
কন্যাকে পূর্বে উল্লেখ করার কারণ..... ১১

২
কন্যার জন্মে হতাশ কাফেরদের বিরূপ আচরণ..... ১২
দুটি গুরুত্বপূর্ণ উক্তি..... ১৩

৩
কন্যাদের অপছন্দ করা নিষেধ কন্যারা মুহাব্বতকারিণী ও মূল্যবান..... ১৫

৪
সৎ কন্যারা সওয়াব পুত্রদের অপেক্ষা উত্তম ১৬

৫
কন্যার প্রতি দয়ালু পিতার জন্য কন্যা জাহান্নামের প্রতিবন্ধক..... ১৭
দ্বিতীয় হাদীসের ভিত্তেতে চারটি বিষয় ১৮

৬
ইহসানকারী পিতাকে কন্যা জান্নাতে প্রবেশ করান..... ২২

৭
দু'কন্যার লালন-পালনকারী নবী ﷺ-এর সাহচার্য লাভ করবে ২৪
কতিপয় জরুরি জ্ঞাতব্য বিষয় ২৪

৮
নিজের চেয়ে কন্যাদেরকে অগ্রাধিকার দেয়ার ফযিলত ২৬

৯
কন্যার সম্মতি ব্যতীত বিবাহ হবে না ২৭
দুটি বিশেষ লক্ষণীয় বিষয় ২৯
১. মেয়ের নিকট থেকে কখন অনুমতি নিতে হবে ২৯
২. কুমারী মেয়ের নীরব থাকার অর্থ তাকে বুঝিয়ে দেয়া..... ২৯

www.pathagar.com

১০

কন্যার ইচ্ছার বাইরে বিবাহ প্রত্যাখাত ৩০
অকুমারীর অনুমতি ব্যতীত বিবাহ ৩০
কুমারীর অনুমতি ব্যতীত দেয়া বিবাহ ৩১
অভিভাবক কুমারী মেয়ের সম্মতি ব্যতীতই বিয়ে দেয়ার সময় বলে ৩১
অভিভাবক ব্যতীত কন্যার বিয়ে হয় না ৩৩
দুটি বিশেষ দ্রষ্টব্য বিষয় ৩৫

১১

উপহারের ক্ষেত্রে ছেলে-মেয়ে সম অধিকার ৩৮
উক্ত বর্ণনাগুলো সম্পর্কে ছয়টি উক্তি ৪০
এ বিষয়ে কতিপয় ইমামের অভিমত ৪৩

১২

উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পদে কন্যার অংশ ৪৪
উক্ত আয়াত সম্পর্কে ছয়টি কথা ৪৫
এ ব্যাপারে আল্লাহর হুকুম সম্পর্কে চারজন তাফসীরকারকের উক্তি ৪৬
এ আয়াত সম্পর্কে চারটি কথা ৪৮
ছেলের অংশ মেয়ের দ্বিগুণ হওয়ার কারণ ৫১
মেয়েদের পরিবর্তে ছেলেদের ভরণ-পোষণের দায়-দায়িত্ব ৫১
স্বামীকে যাকাত ও সদকা প্রদান করা বৈধ ৫১
দুগ্ধপোষ্য শিশুর ভরণ-পোষণের দায়িত্ব পিতার ৫৩
আয়াতটির ব্যাপারে দুটি কথা ৫৪

১৩

নবী ﷺ-এর উত্তমাদর্শে কন্যার মর্যাদা ৫৫
নবী ﷺ-এর নাতিদের সাথে সম্পর্ক ও ব্যবহার ৫৬
জামাতাদের সাথে নবী ﷺ-এর সম্পর্ক ও ব্যবহার ৫৭
শেষ নিবেদন ৫৭
বইটির মূল কথা ৫৯
বিশেষ আবেদন ৬০

www.pathagar.com

১

কুরআনে পুত্রের পূর্বে কন্যার উল্লেখ

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ يَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ اِنَاثًا وَّ يَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ الذُّكُوْرَ.

অর্থ : আসমান ও যমীনের রাজত্ব আল্লাহরই, তিনি যা চান তাই সৃষ্টি করেন। যাকে চান কন্যা-সন্তান দেন, যাকে চান পুত্র সন্তান দেন। (সূরা : শুরা ৪৯) উক্ত আয়াতে আল্লাহ তায়ালা প্রথমে মেয়ে প্রদানের উল্লেখ করার পর ছেলে প্রদানের উল্লেখ করেছেন।

কন্যাকে পূর্বে উল্লেখ করার কারণ

ইমাম ইবনে কাইয়্যেম এ ব্যাপারে দুটি মত উল্লেখ করার পর লিখেন- আমার নিকট আরো একটি কারণ ফুটে উঠে, তা হলো আল্লাহ ঐ স্বত্তাকে পূর্বে উল্লেখ করেন, যে স্বত্তাকে (মেয়েদেরকে) জাহেলী যুগের লোকেরা পশ্চাতে রাখত, যেন এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এমন বর্ণনা দেয়া যে, তোমাদের নিকট পরিত্যক্ত সেই তুচ্ছ স্বত্তা আমার নিকট বর্ণনার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত।

(তাফসীর ইবনে কাইয়্যেম পৃ: ৪৩৩ ও তাঁর গ্রন্থ তুহফাতুল মাওলূদ : ২৭ পৃ:)

আল্লামা আলূসী তাঁর তাফসীরে এ ব্যাপারে কতিপয় মতামত উল্লেখ করেন। তম্মধ্যে নিম্নে দুটি উল্লেখ করা হলো–

১. সেখানে বলা হয় : নারীদের দুর্বলতার ভিত্তিতে তাদের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য প্রকাশের জন্য তাদেরকে এখানে পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, আর বিশেষ করে তারা এক সময় জীবন্ত কবরস্থ হওয়ার নিকটতম যুগে ছিল।

২. আরো বলা হয় : তাদের পিতাদেরকে সান্তনা প্রদর্শনের নিমিত্বে, কেননা তাদেরকে শুরুতে উল্লেখ করা তাদের সম্মান ও মর্যাদার বহিঃপ্রকাশ।

(তারা সম্মানের উপযুক্ত হওয়ার কারণ হলো।)

নিশ্চয়ই তারা আল্লাহর মাখলূক (বান্দা) বৃদ্ধির মাধ্যম। (রুহুল মাআনী : ২৫/৫৪)

হিকমত বা রহস্য যাই হোক, কিন্তু এ কথা তো স্পষ্ট যে, আল্লাহ এ ক্ষেত্রে মেয়েদেরকে সম্মানে ভূষিত করে ছেলেদের পূর্বে উল্লেখ করেছেন।

www.pathagar.com

২

কন্যার জন্মে হতাশ কাফেরদের বিরূপ আচরণ

আল্লাহ তায়ালা মুশরিক ও কাফেরদের এক নিন্দনীয় অভ্যাস বর্ণনা করে বলেন–

وَ اِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِالْاُنْثٰى ظَلَّ وَجْهُهٗ مُسْوَدًّا وَّ هُوَ كَظِيْمٌ يَتَوَارٰى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوْٓءِ مَا بُشِّرَ بِهٖ ؕ اَيُمْسِكُهٗ عَلٰى هُوْنٍ اَمْ يَدُسُّهٗ فِى التُّرَابِ ؕ اَلَا سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ.

অর্থ : তাদের কাউকে যখন কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেয়া হয়, তখন তার মুখ কালো হয়ে যায়, আর সে অন্তর্জ্বালায় পুড়তে থাকে। লজ্জায় সে মানুষ থেকে মুখ লুকায় খারাপ সংবাদ পাওয়ার কারণে। সে চিন্তা করে যে অপমান মাথায় করে তাকে রেখে দেবে, না তাকে মাটিতে পুঁতে ফেলবে। হায়! তারা যা সিদ্ধান্ত করে তা কতই না জঘন্য! (সূরা আন নাহল : আয়াত-৫৮-৫৯)

এ বিষয়ে তিনি আরো বলেন-

وَ اِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمٰنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهٗ مُسْوَدًّا وَّ هُوَ كَظِيْمٌ

অর্থ : তাদের কাউকে যখন সংবাদ দেয়া হয় সেই সন্তানের যা তারা দয়াময় আল্লাহর প্রতি আরোপ করে, তখন তার মুখমণ্ডলে কালিমা ছেয়ে যায়, আর মন দুঃখ বেদনায় ভাবাক্রান্ত যায়। (সূরা যুখরুফ : আয়াত-১৭)

ইমাম ইবনে কাইয়্যেম বলেন–

কন্যার (জন্মের) কারণে অসন্তুষ্ট হওয়া জাহেলী স্বভাবের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তায়ালা যে স্বভাবের তিরস্কার করে বলেন-

وَ اِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِالْاُنْثٰى ظَلَّ وَجْهُهٗ مُسْوَدًّا وَّ هُوَ كَظِيْمٌ يَتَوَارٰى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوْٓءِ مَا بُشِّرَ بِهٖ ؕ اَيُمْسِكُهٗ عَلٰى هُوْنٍ اَمْ يَدُسُّهٗ فِى التُّرَابِ ؕ اَلَا سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ.

www.pathagar.com

অর্থ : তাদের কাউকে যখন কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেয়া হয়, তখন তার মুখ কালো হয়ে যায়, আর সে অন্তর্জ্বালায় পুড়তে থাকে। লজ্জায় সে মানুষ থেকে মুখ লুকায় খারাপ সংবাদ পাওয়ার কারণে। সে চিন্তা করে যে, অপমান মাথায় করে তাকে রেখে দেবে, না তাকে মাটিতে পুঁতে ফেলবে। হায়, তারা যা সিদ্ধান্ত করে তা কতই না জঘন্য! (সূরা আননাহল : আয়াত-৫৮-৫৯)

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمٰنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَّهُوَ كَظِيْمٌ

অর্থ : তাদের কাউকে যখন সংবাদ দেয়া হয় সেই সন্তানের যা তারা দয়াময় আল্লাহর প্রতি আরোপ করে, তখন তার মুখমণ্ডলে কালিমা ছেয়ে যায়, আর মন দুঃখ বেদনায় ভরে যায়। (সূরা যুখরুফ : আয়াত-১৭)

(তাফসীর ইবনে কাইয়্যেম: ৪৩৩ পৃ: ও তাঁর তহফাতুল মাওলুদ: ২৭ পৃ:)

দুটি গুরুত্বপূর্ণ উক্তি

ক. কন্যা জন্ম নিলে ইমাম আহমদ (রাহ)-এর আমল

১. ইমাম আহমদের পুত্র সালেহ বর্ণনা করেন, যখন তাঁর কন্যা জন্মগ্রহণ করত, তখন তিনি বলতেন-

اَلْاَنْبِيَاءُ كَانُوْا اَبَاءُ بَنَاتٍ.

অর্থাৎ নবীগণ কন্যাদের পিতা ছিলেন।

তিনি আরো বলেন–

قَدْ جَاءَ فِي الْبَنَاتِ مَا قَدْ عَلِمْتَ

অর্থাৎ কন্যাদের ব্যাপারে যা কিছু (কুরআন ও হাদীসে) এসেছে, তা তুমি অবশ্যই জান। (ইবনে কাইয়্যেমের তহফাতুল মওলুদ : ৩২)

www.pathagar.com

২. ইয়াকুব বিন বাখতান বর্ণনা করেন–

আমার সাত কন্যা জন্মগ্রহণ করে। যখন আমার কন্যার জন্ম হতো, ইমাম আহমদ আমার নিকট আগমন করে, আমাকে বলতেন-

يَا اَبَا يُوْسُفَ! اَلْاَنْبِيَاءُ اٰبَاءُ بَنَاتٍ.

অর্থাৎ হে আবু ইউসুফ! নবীগণ কন্যাদের পিতা ছিলেন।

তার এ উক্তি আমার চিন্তা দূর করে দিত। (উক্ত গ্রন্থের ৩২ পৃঃ দ্রঃ)

খ. কন্যা ও পুত্র উভয়ের জন্মেই অভিনন্দন জ্ঞাপন করা

ইবনে কাইয়্যেম বলেন–

কারো জন্য জায়েয নয় যে, পুত্র জন্ম নিলে মুবারকবাদ দিবে, আর কন্যার জন্ম নিলে মুবারকবাদ দিবে না; বরং সে হয়ত উভয়ের জন্ম নেয়ার ক্ষেত্রে মুবারকবাদ দিবে নতুবা উভয়ের ক্ষেত্রে বিরত থাকবে। যেন সে এর ফলে জাহেলী তরীকা হতে বেঁচে যায়। কেননা তাদের অধিকাংশ ছেলের জন্ম নেয়াতে মুবারকবাদ দিত, আর কন্যার জন্মের পরিবর্তে মৃত্যুতে মুবারকবাদ দিত। (উক্ত গ্রন্থের ৩৪ পৃঃ দ্রঃ)

www.pathagar.com

৩

কন্যাদের অপছন্দ করা নিষেধ

কন্যারা মুহাব্বতকারিণী ও মূল্যবান

ইমাম আহমদ ও ইমাম ত্বারানী উক্ববা বিন আমের রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

لَا تَكْرَهُوا الْبَنَاتِ فَإِنَّهُنَّ الْمُؤْنِسَاتُ الْغَالِيَاتُ.

অর্থাৎ তোমরা কন্যাদেরকে অপছন্দ করো না, কেননা তারা অবশ্যই মুহাব্বতকারিণী ও মূল্যবান রত্ন। (মাজমাউয যাওয়ায়েদ : ৮/১৫৬)

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হাদীসে কন্যাদেরকে ঘৃণা করতে নিষেধ করেন। এ ছাড়াও তিনি তাদের স্বভাবগত অভ্যাস ও মর্যাদা বর্ণনা করে : বলেন, তারা তো স্বীয় মাতা-পিতার ভক্ত ও মুহাব্বতকারিণী এবং তারা এক মূল্যবান রত্ন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উক্ত কথায় প্রসঙ্গত এটিও বুঝা যায় যে, তাদেরকে ঘৃণাকারীরা যারা তারা তাদের মান-সম্মান ও মূল্য সম্পর্কে অবহিত নয়। আর যারা এ সম্পর্কে অবহিত তারা তাদেরকে অবশ্যই ভালোবাসবে।

www.pathagar.com

৪

সৎ কন্যারা সওয়াব পুত্রদের অপেক্ষা উত্তম

আল্লাহ তায়ালা বলেন-

اَلْمَالُ وَالْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَالْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّ خَيْرٌ اَمَلًا.

অর্থ : ধন-সম্পদ আর সন্তানাদি পার্থিব জীবনের শোভা-সৌন্দর্য, আর তোমার প্রতিপালকের নিকট পুরস্কার লাভের জন্য স্থায়ী সৎকাজ হলো উৎকৃষ্ট আর আকাঙ্ক্ষা পোষণের ভিত্তি হিসেবেও উত্তম। (সূরা আল-কাহফ : আয়াত-৪৬)

উক্ত আয়াতে আল্লাহ তায়ালা اَلْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ কন্যাকে সওয়াব ও আকাঙ্ক্ষার দিক দিয়ে ধন সম্পদ ও ছেলেদের হতে উত্তম সাব্যস্ত করেন। তবে اَلْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ দ্বারা উদ্দেশ্য কি? এ ব্যাপারে তাফসীরবীদদের একাধিক মত রয়েছে।

প্রখ্যাত তাবেয়ী ইমাম উবাইদ বিন উমাইর-এর মত অনুযায়ী তা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো- সৎ কন্যাগণ। আল্লামা কুরতুবী বর্ণনা করেন, তিনি এই আয়াতের তাফসীরে বলেন, অর্থাৎ সৎ কন্যাগণ আল্লাহর নিকট তাদের প্রতি সদ্ব্যবহারকারী পিতাদের জন্য সওয়াব ও উত্তম আকাঙ্ক্ষার দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠতম। (তাফসীর কুরতুবী : ১০/৪১৫-৪১৬)

www.pathagar.com

৫

কন্যার প্রতি দয়ালু পিতার জন্য কন্যা জাহান্নামের প্রতিবন্ধক

নবী ﷺ স্বীয় উম্মতকে সুসংবাদ দেন যে, কন্যার প্রতি দয়াকারী পিতার জন্য কন্যা জাহান্নামের আগুন হতে প্রতিবন্ধক হয়ে যাবে।

এ বিষয়ে নিম্নে দুটি হাদীস দ্রষ্টব্য

ক. ইমাম আহমদ, বুখারী ও ইবনে মাজাহ (রাহেমাহুমুল্লাহ) উকবাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি-

مَنْ كَانَ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ فَصَبَرَ عَلَيْهِنَّ وَسَقَاهُنَّ , وَكَسَاهُنَّ مِنْ جِدَتِهِ كُنَّ لَهُ حِجَابًا مِنَ النَّارِ.

অর্থাৎ যে ব্যক্তির তিন কন্যা হবে, আর সে তাতে ধৈর্য ধারণ করবে, তাদেরকে স্বীয় সামর্থ্য মোতাবেক পানাহার ও পরিধান করাবে, তবে তারা জাহান্নামের আগুন ও তার মধ্যে পর্দা হয়ে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি হয়ে যাবে।

খ. ইমাম বুখারী ও মুসলিমে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- আমার নিকট একটি মহিলা তার দু'কন্যাসহ আসল। সে আমার নিকট প্রার্থনা করল, কিন্তু সে আমার নিকট থেকে একটি খেজুর ব্যতীত আর কিছু পেল না। আমি তাকে তাই দিয়ে দিলাম। সে তা গ্রহণ করে তার উভয় কন্যার মাঝে ভাগ করে দিল, নিজে তা হতে কিছুই খেল না। তারপর সে উঠে তার দুই মেয়ের সাথে চলে গেল।

নবী ﷺ আমার নিকট আসলেন, তখন আমি তাঁকে উক্ত ঘটনা শুনালাম।

নবী ﷺ বলেন-

مَنِ ابْتُلِيَ مِنَ الْبَنَاتِ بِشَيْءٍ فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ.

অর্থাৎ যে ব্যক্তিকে কন্যাদের মধ্য হতে কোনো ব্যাপারে পরীক্ষা করা হবে, আর সে এমতাবস্থায় তাদের সাথে ইহসান করে, তবে তার জন্য (জাহান্নামের) আগুনের মাঝে তারা প্রতিবন্ধক হবে। (বুখারী ও মুসলিম : বু : ৫৫৯৫, মু: ২৪৯)

www.pathagar.com

দ্বিতীয় হাদীসের ভিত্তেতে চারটি বিষয়

১. নবী ﷺ ছেলেদের জিম্মাদারী ও প্রতিপালনের ব্যাপারে উল্লেখিত সওয়াব ও বিনিময় উল্লেখ করেননি।

ইমাম ইবনে বাত্ত্বাল হাদীসটির ব্যাখ্যায় লিখেন-

হাদীসটি কন্যাদের জিম্মাদারী ও লালন পালনের সওয়াব ছেলেদের লালন পালনের সওয়াবের অধিক হওয়ার দলীল। কেননা নবী ﷺ ছেলেদের প্রতিপালনের ব্যাপারে এমন কোনো কথা বলেননি।

আর তা (আল্লাহই অধিক জ্ঞাত) নিশ্চয়ই মেয়েদের লালন পালন ও তাদের বিষয়সমূহে যত্নবান হওয়া ছেলেদের বিষয় অপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ। কেননা মেয়েরা পর্দানশীল হয়ে থাকে এবং তারা ছেলেদের মতো নিজ নিজ কর্ম আঞ্জাম দিতে অক্ষম।

(ইবনে বাত্ত্বালের সহীহ বুখারীর শারাহ (ব্যাখ্যা): ৯/২১৩ ও মিরকাতুল মাফাতীহ: ৮/৬৮২ দ্র:)

২. নবী ﷺ-এর বাণী-

مَنِ ابْتُلِيَ مِنَ الْبَنَاتِ بِشَيْءٍ.

অর্থাৎ যে ব্যক্তিকে কন্যাদের মধ্য হতে কোনো কিছুর দ্বারা পরীক্ষা করা হবে।

(বুখারী ও মুসলিম : বু : ৫৫৯৫, মু: ২৪৯)

এ ব্যাপারে আল্লামা কুরতুবী লিখেন-

এর (শব্দগুলোর) ব্যাপকতায় বুঝা যায়, একজন কন্যার সাথে সদ্ব্যবহারের ফলেও জাহান্নামের আগুন হতে নিরাপত্তা অর্জিত হয়। কিন্তু যখন সে একাধিক কন্যার প্রতিপালন করল, তখন তার জাহান্নামের আগুন হতে নিরাপত্তা লাভসহ জান্নাতে রাসূল ﷺ-এর সাথে উচ্চস্থান অর্জিত হবে। (আল মুফহিম: ৬/৬৩৬ দ্র:)

হাফেয ইবনে হাজার লিখেন-

কোনো কোনো বর্ণনায় এও এসেছে যে, নি:সন্দেহে উল্লেখিত সওয়াব শুধুমাত্র একটি কন্যার সাথে সদ্ব্যবহার করলেও অর্জন হয়ে যায়।

(ফাতহুল বারী : ১০/৪২৮ দ্র

www.pathagar.com

৩. নবী ﷺ-এর বাণী-

فَاَحْسَنَ اِلَيْهِنَّ .

(অত:পর সে তার সাথে সদাচারণ করল।)

এর ব্যাখ্যায় হাফেয ইবনে হাজার কন্যাদের সাথে সদাচারণের ব্যাপারে খুব চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন। যার কিছু অংশ নিম্নে উল্লেখ করা হলো–

ক. অধিকাংশ বর্ণনায় : "আল ইহসান" শব্দটি এসেছে।

এক বর্ণনায়-

فَصَبَرَ عَلَيْهِنَّ.

"সে তাদের ক্ষেত্রে ধৈর্যধারণ করল" আছে।

ইবনে মাজায় এ শব্দগুলোর অতিরিক্ত আছে-

فَاَطْعَمُهُنَّ وَسَقَاهُنَّ وَكَسَاهُنَّ.

সে তাদেরকে খাবার দেয় পানাহার করায় ও বস্ত্র দেয়।

ত্বাবারানীতে রয়েছে-

فَاَنْفَقَ عَلَيْهِنَّ وَزَوَّجَهُنَّ وَاَحْسَنَ اَدَبَهُنَّ.

অত:পর সে তাদের পিছনে খরচ করল, তাদের বিবাহ দিল এবং তাদেরকে উত্তম আদব শিক্ষা দিল।

মুসনাদের আহমদে রয়েছে-

يُؤْوِيْهُنَّ وَيَرْحَمُهُنَّ وَيَكْفُلُهُنَّ.

সে তাদেরকে আশ্রয় দেয়, তাদের প্রতি দয়া করে ও তাদের জিম্মাদারী বজায় রাখে।

www.pathagar.com

ত্বারানী ও তিরমিযীতে রয়েছে-

فَاَحْسَنَ صُحْبَتَهُمْ وَاتَّقَى اللهَ فِيْهِنَّ.

সে তাদের সাথে সদাচরণ করে এবং তাদের বিষয়ে আল্লাহকে ভয় পায়। হাফেজ ইবনে হাজার উল্লেখিত বর্ণনাগুলো উল্লেখ করার পর লিখেন-

এ অধ্যায়ের হাদীসে যে সমস্ত গুণ বর্ণনা করা হয়েছে তার সবগুলো আল ইহসান শব্দের মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত। (ফাতহুল বারী : ১০/৪২৮)

অর্থাৎ কন্যাদের প্রতি সদ্ব্যবহারকারী (ইহসানকারী) তারা, যারা কন্যাদের ক্ষেত্রে ধৈর্যধারণ করে, তাদেরকে উত্তম পানাহার ও উত্তম পোশাক পরিধান করায়, তাদের জন্য উত্তমরূপে খরচ করে, তাদের বিবাহের সুব্যবস্থা করে, আদব-আখলাক ও সুশিক্ষা দান করে, আশ্রয় দেয়, তাদের প্রতি অনুগ্রহ করে, তাদের তত্ত্বাবধান করে, তাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করে এবং তাদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করে।

হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে স্বীয় কন্যাদের ক্ষেত্রে উল্লেখিত বিষয়গুলো যথাযথভাবে পালন করার তাওফীক প্রদান করো।

اِنَّكَ سَمِيْعُ مُجِيْبٌ.

খ. কন্যাদের প্রতি ইহসান : সদ্ব্যবহারের অধিকার স্বরূপ উক্ত গুণাবলি অপরিহার্যের ভিত্তিতে নূন্যতম আকারে আদায় করা যথেষ্ট না কি তার অধিক মাত্রায় করা উচিত। এক্ষেত্রে যদিও মতভেদ রয়েছে তবে শেষ কথাটি সঠিক মনে হয়। কেননা ঐ মহিলার দুই কন্যাকে নিজের উপর অগ্রাধিকার দেয়ার কারণে নবী ﷺ 'ইহসান' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। হাফেজ ইবনে আবু জামরা আযদী আন্দালূসী লিখেন : "ইহসান হলো তার উপর অর্পিত জিম্মাদারীর হক আদায়ের চেয়ে অধিক মাত্রায় আদায় করা।

(বাহজাতুন নফুস : ৪/১৪৯)

গ. ইহসানের জন্য শর্ত হলো, তা যেন শরীয়ত অনুযায়ী হয়। কেননা শরীয়তের খেলাফ করে যা কিছুই করা হবে তা ইহসান নয়।

www.pathagar.com

ঘ. আর প্রত্যেকের উপর ইহসান তার সামর্থ অনুযায়ী। (ফাতহুল বারী ৮/৪২৮)

ঙ. কন্যার প্রতি ইহসান আজীবন হয়ে থাকে।

তার বড় হয়ে যাওয়া বা বিবাহ হয়ে যাওয়াতেও শেষ হয় না। তবে অবস্থা ভেদে ইহসানের ধরন পরিবর্তন হওয়া স্বাভাবিক।

ইমাম ইবনে আবু জামরা আযদী এর বাস্তব চিত্র কতইনা সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন–

কন্যাদের প্রতি ইহসান না তাদের ছোট বেলার মধ্যে সীমাবদ্ধ না শুধু বড় অবস্থার সাথে। ছোট বেলায় তাদের অধিকার (আদায় মাতা-পিতার প্রতি) অপরিহার্য। এ প্রকারের (অধিকারের) মধ্যে ভরণ-পোষণ, পোশাক ও তত্ত্বাবধান অন্তর্ভুক্ত। যেমন এ ব্যাপারে শরীয়ত হতে জানা যায় যে, এগুলো ও অনুরূপ অন্যান্য অধিকারসমূহ তার বড় হয়ে বিবাহ হওয়াতে বিলুপ্তও হয়ে যায়। কিন্তু তার বড় হওয়া সত্ত্বেও তার সন্তান-সন্ততি হয়ে গেলেও মাতা-পিতার সাথে তার সম্পর্ক ছিন্ন হয় না। সে সর্বদাই (মাতা-পিতার) ইহসানের অধিকারিণী হয়ে থাকে। তাদের ধনবান বা দারিদ্র সর্বাবস্থায় তার (ইহসানের) প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

৪. سِتْرًا مِنَ النَّارِ (জাহান্নামের) আগুন হতে মুক্ত রাখেন এবং তাকে তা হতে দূর করে দেন। (আল মুফহেম : ৬/৬২৬)

عَافَاهُ اللهُ تَعَالَى مِنَ النَّارِ وَبَاعَدَهُ مِنْهُ.

www.pathagar.com

৬

ইহসানকারী পিতাকে কন্যা জান্নাতে প্রবেশ করান

ইমাম বুখারী ও ইবনে মাজাহ ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে নকল করেন, তিনি বর্ণনা করেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

مَا مِنْ رَجُلٍ تُدْرِكُهُ اِبْنَتَانِ فَيُحْسِنُ اِلَيْهِمَا مَا صَحِبَتَاهُ , اَوْ مَا صَحِبَهُمَا , اِلاَّ اَدْخَلَتَاهُ الْجَنَّةَ .

অর্থাৎ যে ব্যক্তি দু' কন্যা লাভ করল, অত:পর সে তাদের উভয়ের প্রতি ইহসান করল, তারা উভয়ে যতদিন তার নিকট থাকল বা সে যতদিন তাদের নিকট থাকল, তবে তারা উভয়ে তাকে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করাবে। (আল আদব আল মুফরাদ : হাদীস নং ৭৭ পৃ: ৪২ ও সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ৩৭১৪, ২/৩১০, শায়খ আলবানী হাদীসটিকে হাসান সাব্যস্ত করেন। দেখুন : সহীহ ইবনে মাজাহ ২/২৯৬)

হাদীসটির ফায়দা–

যদি কারো একটিও কন্যা হয়, আর সে তার প্রতি ইহসান করতে থাকে তবে সেও ইনশাআল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে।

এ বিষয়ে হাফেজ ইবনে হাজারের কতিপয় হাদীসের মধ্যে নিম্নে দুটি হাদীস উল্লেখ করা হলো-

ইমাম আহমদ জাবের রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে নকল করেন, তিনি বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

مَنْ كُنَّ لَهُ ثَلاَثُ بَنَاتٍ يُؤْوِيْهُنَّ وَيَرْحَمُهُنَّ وَيَكْفُلُهُنَّ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ الْبَتَّةَ.

অর্থাৎ যে ব্যক্তির তিন কন্যা, আর সে তাদের (যথাযথ) আশ্রয়ের ব্যবস্থা করল, তাদের প্রতি অনুগ্রহ করে ও তাদের তত্ত্বাবধায়ন করে, তবে নিশ্চিতভাবে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়।

www.pathagar.com

জাবের রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন, বলা বলো-

يَا رَسُوْلَ اللهِ فَإِنْ كَانَتِ اثْنَتَيْنِ .

হে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! যদি তারা দু'জন হয়?

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

وَإِنْ كَانَتِ اثْنَتَيْنِ .

যদিও তারা দু'জন হয়।

তিনি আরো বর্ণনা করেন-

فَرَأَى بَعْضُ الْقَوْمِ أَنْ لَوْ قَالُوْا لَهُ : وَاحِدَةً, لَقَالَ : وَاحِدَةً.

অর্থাৎ কতিপয় লোকের ধারণা, যদি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞাসা করা হতো : (যদি) এক হয় (তবে)? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (উত্তরে) অবশ্যই বলতেন, যদিও এক হয়।

খ. ইমাম আহমদ, ত্বারানী ও হাকেম, আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর উদ্ধৃতিতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

مَنْ كَانَ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ , فَصَبَرَ عَلَى الْأَوَائِهِنَّ وَضَرَّائِهِنَّ وَسَرَّائِهِنَّ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُنَّ.

অর্থাৎ যে ব্যক্তির তিন কন্যা হয়, আর সে তাদের সংকট, দুঃখ ও সুখের ক্ষেত্রে ধৈর্যধারণ করে, তবে আল্লাহ তায়ালা তার সে কন্যাদের প্রতি করুণার কারণে তাকে তাঁর জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

এক ব্যক্তি আরজ করল-

أَوِ اثْنَتَانِ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟

অর্থাৎ হে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! দু'কন্যা (যদি তিনের পরিবর্তে দু'কন্যা হয়।)

তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- অথবা দুই। অর্থাৎ যদি দু'কন্যাও হয়, তবে সে দু'জনেই তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানোর মাধ্যম হবে।

এক ব্যক্তি আরজ করল : অথবা এক কন্যা ইয়া রাসূলাল্লাহ?

তিনি (উত্তরে) বলেন : أَوْ وَاحِدَةٍ অথবা একজন।

(আহমদ: ৮৪২৫, ১৪/১৪/ হাফেজ জাহাবী সহীহ সাব্যস্ত করেন)

www.pathagar.com

৭

দু'কন্যার লালন-পালনকারী নবী ﷺ-এর সাহচার্য লাভ করবে

ইমাম মুসলিম আনাস রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে নকল করেন, তিনি বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন-

مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتّٰى تَبْلُغَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَنَا وَهُوَ , وَضَمَّ اَصَابِعَهُ.

"যে ব্যক্তি দু'কন্যার প্রাপ্ত বয়স হওয়া পর্যন্ত প্রতিপালন করল, সে কিয়ামতের দিন (এমনভাবে) আসবে যে, আমি ও সে" এমতাবস্থায় নবী ﷺ স্বীয় আঙ্গুলগুলোকে (পরস্পর) মিলিয়ে দেন। (সহী মুসলিম : ২২৬৩১, ৪/২০২৭)

কতিপয় জরুরি জ্ঞাতব্য বিষয়

উক্ত হাদীসটি যথাযথভাবে বুঝার জন্য আশা করি নিম্নে তিনটি কথার প্রতি মনযোগ দেয়া ইনশাআল্লাহ উপকারী হবে-

১. عَالَ جَارِيَتَيْنِ (দু'কন্যার প্রতিপালন) এর ব্যাখ্যায় আল্লামা কুরতুবী লিখেন- قَامَ بِمَا يُصْلِحُهُمَا وَيَحْفَظُهُمَا তার ব্যাপারে সে এমন কিছু করে যার ফলে তার অবস্থা ঠিক হয়ে যায় এবং সংরক্ষিত ও নিরাপদ হয়ে যায়।

ইমাম নববী তার ব্যাখ্যায় লিখেন-

তাদের উভয়ের ভরণ-পোষণ, প্রতিপালন, শিক্ষা-দীক্ষা এবং অনুরূপ অন্যান্য জিম্মাদারী আদায় করে। (শারহ নববী : ১৬/১৮০)

২. حَتّٰى تَبْلُغَا প্রাপ্ত বয়সে পৌঁছা পর্যন্ত এর ব্যাখ্যায় আল্লামা কুরতুবী লেখেন : তাদের বালেগ বা প্রাপ্ত বয়সে উপনীত হয়ে যাওয়ার অর্থ হলো, তারা এমন অবস্থায় পৌঁছে যাবে যে, পিতার তত্ত্বাবধান থেকে তারা মুখাপেক্ষীহীন হয়ে যাবে আর এ অবস্থা নারীদের সাধারণত অর্জন হয়ে থাকে, যখন তারা স্বামীর সাথে সাংসারিক জীবনে লিপ্ত হয়।

তাদের বালেগ হওয়ার অর্থ এ নয় যে, তাদের হায়েজের সূচনা হয়ে যাওয়া ও শরীয়তের অনুসরণের সময় এসে যাওয়া। কেননা কখনো দেখা যায় তাদের বিবাহ তার পূর্বে হয়ে যাওয়ার ফলে, তারা তত্ত্বাবধানকারীর (পিতার) খেদমত

www.pathagar.com

হতে মুখাপেক্ষী হীন হয়ে যায়। আবার কখনো তাদের হায়েজ আসা সত্ত্বেও নিজের অভাব-চাহিদা পূরণের জন্য স্বীয় তত্ত্বাবধানকারীর (পিতার) মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে। সুতরাং তাদেরকে যদি এমতাবস্থায় ছেড়ে দেয়া হয়, তবে সে ধ্বংস হয়ে যাবে এবং তাদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে যাবে; বরং এ অবস্থায় তাদের হেফাজত ও যত্ন নেয়া অধিক প্রয়োজন। যেন তারা পূর্ণরূপে হেফাজত ও নিরাপত্তায় থাকে যার ফলে তাদেরকে বিবাহ করার আগ্রহ সৃষ্টি হয়। এজন্য আমাদের উলামায়ে কেরাম বলেন : মেয়েদেন প্রাপ্ত বয়স হয়ে গেলেই তাদের পিতার উপর হতে তাদের খরচের দায়-দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না, বরং তা তো তাদের স্বামীর সাথে সাংসারিক জীবনে প্রবেশ করার পর শেষ হয়।

(আল মুফহেম : ৬/৬৩৬)

৩. وَضَمَّ اَصَابِعَهُ (তাঁর আঙ্গুলগুলো মিলানো)

নবী ﷺ স্বীয় দুই আঙ্গুল অর্থাৎ শাহাদাত (তর্জনী) ও মধ্যমা আঙ্গুলকে পরস্পর মিলিত করেন। এতে ঐ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত যে, নবী ﷺ-এর শ্রেণি ও তার শ্রেণিতে এমনই পার্থক্য হবে, যেমন উভয় আঙ্গুলের মাঝে পার্থক্য।

(দেখুন : ফাতহুল বারী : ১০/৪৩৬)

নবী ﷺ-এর উক্তি ইঙ্গিত দ্বারা উভয়টি উদ্দেশ্য হতে পারে। অর্থাৎ জান্নাতে দ্রুত প্রবেশ করবে, কেননা সে ঐ সময় নবী ﷺ-এর সঙ্গে এবং শ্রেণি, মর্যাদা ও জান্নাতে অনেক উঁচু হবে।

আল্লাহু আকবার! কন্যাদের তত্ত্বাবধান ও প্রতিপালনকারীর মর্যাদা কত উঁচু।

হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে তোমার রহমতে তাদের অন্তর্ভুক্ত কর। (আমীন)

আর এ তো ঐ কন্যারাই যারা পূর্বে লোকদের লজ্জা-অপমানের এক অপরিহার্য বিষয় ছিল, তারাই মুহাম্মদ ﷺ -এর যুগে সৌভাগ্য ও মর্যাদার প্রতীক ও অসীলা। (সৈয়দ সোলায়মান নাদভীর সীরাতুন নবী ﷺ ৬/১২৩)

www.pathagar.com

৮

নিজের চেয়ে কন্যাদেরকে অগ্রাধিকার দেয়ার ফযীলত

ইমাম মুসলিম আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন : এক দরিদ্র মহিলা তার দু'কন্যাকে সাথে নিয়ে উপস্থিত হলো। আমি তাকে খাওয়ার জন্য তিনটি খেজুর দিলাম, সে তার মধ্য হতে প্রত্যেক কন্যাকে একটি করে দিয়েছিল। অবশিষ্ট খেজুরটি সে খাওয়ার জন্য মুখে যখন উঠাল, উভয় কন্যা তার নিকট তা চেয়ে বসল। তখন যে খেজুর সে নিজে খাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেছিল সেটিও তাদের উভয়ের মধ্যে বণ্টন করে দিল। মহিলাটির কর্মকাণ্ড আমাকে হতবাক করে ফেলল। আমি তার সে কর্মকাণ্ড রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বর্ণনা দিলে তিনি বলেন :

إِنَّ اللهَ قَدْ أَوْجَبَ لَهَا بِهَا الْجَنَّةَ أَوْ أَعْتَقَ بِهَا مِنَ النَّارِ.

অর্থাৎ অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা তার এই আমলের কারণে তাকে (জাহান্নামের) আগুন হতে মুক্তি দিবেন। (সহীহ মুসলিম : ৪/২৩০২৭)

আল আদাবুল মুফরাদে রয়েছে–

لَقَدْ رَحِمَهَا اللهُ بِرَحْمَتِهَا صَبِيَّهَا

অর্থাৎ তার স্বীয় দু'কন্যার প্রতি দয়ার কারণে অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা তার প্রতি দয়া করবেন।

আল্লাহু আকবার! কন্যাকে নিজের উপর প্রাধান্য দেয়ার প্রতিদান কত মহান।

আল্লাহ তুমি আমাদেরকে এমন তাওফীক দাও। إِنَّكَ سَمِيْعٌ مُّجِيْبٌ

www.pathagar.com

৯

কন্যার সম্মতি ব্যতীত বিবাহ হবে না

কন্যার মর্যাদা ও মান বুলন্দের প্রমাণ বহনকারী বিষয়ের মধ্যে অন্যতম হলো- কন্যার সম্মতি ব্যতীত তার বিবাহ দেয়া কোনো পিতার জন্য জায়েয নেই। এ বিষয়ে নিম্নে তিনটি হাদীস দ্রষ্টব্য।

১. ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

لَا تُنْكَحُ الْاَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرُ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنُ.

অর্থাৎ অকুমারীর বিবাহ তার হুকুম গ্রহণ করা ব্যতীত দেয়া যাবে না, আর কুমারীর বিবাহ তার অনুমতি ব্যতীত দেয়া যাবে না।

তাঁরা (সাহাবীগণ) জিজ্ঞেস করেন–

يَا رَسُوْلَ اللهِ! وَكَيْفَ اِذْنُهَا؟

অর্থাৎ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! তার (কুমারীর) অনুমতি কিভাবে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : اَنْ تَسْكُتَ তার অনুমতি হলো যে, সে চুপ থাকবে।

ইমাম বুখারী এ ব্যাপারে নিম্নের শিরোনামে অধ্যায় রচনা করেন–

بَابَ لَا يُنْكِحُ الْاَبُ وَغَيْرُهُ الْبِكْرَ وَالثَّيِّبَ اِلَّا بِرِضَاهُمَا.

অর্থাৎ পিতা বা অন্য কোনো (ওলী) ব্যক্তি যেন কুমারী বা অকুমারীর বিয়ে তাদের সম্মতি (মতামত) গ্রহণ ব্যতীত না দেয়। (বুখারী: ৭/১৯০)

ইমাম নববী সহীহ মুসলিমের বর্ণনায় নিম্নের শিরোনামে অধ্যায় রচনা করেন-

بَابُ اِسْتِئْذَانِ الثَّيِّبِ فِي النِّكَاحِ بِالنُّطْقِ وَالْبِكْرِ بِالسُّكُوْتِ.

অর্থাৎ অকুমারীর বিয়েতে মৌখিক স্বীকৃতি ও কুমারীর বিয়েতে চুপ থাকার মাধ্যমে অনুমতি গ্রহণ সম্পর্কে অধ্যায়। (সহীহ মুসলিম: ২/১০৩৬)

www.pathagar.com

ইমাম বুখারী আয়েশা রাযিআল্লাহু আনহা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন : اَلْبِكْرَ تُسْتَأْذَنُ কুমারী হতে (তার বিয়ের জন্য) অনুমতি গ্রহণ করতে হবে।

তিনি (আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা) আরজ করেন : اِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحِيْ কুমারী তো লজ্জা করে থাকে।

তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (তখন) ইরশাদ করেন : اِذْنُهَا صُمَاتُهَا তার অনুমতি হলো তার চুপ থাকা। (বুখারী: ১২/৩৪০, মুসলিম: ২/১০২৭)

গ. ইমাম আবু দাউদ, তিরমিযী ও ইবনে হিব্বান আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু -এর উদ্ধৃতিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন-

تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيْمَةُ فِيْ نَفْسِهَا , فَاِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ اِذْنُهَا , وَاِنْ اَبَتْ فَلاَ جَوَازَ عَلَيْهَا

অর্থাৎ এতীম মেয়ের নিজের (বিয়ের) ব্যাপারে তার হুকুম গ্রহণ করতে হবে, তবে সে যদি চুপ থাকে তবে তাই তার পক্ষ থেকে অনুমতি প্রদান। আর যদি সে অস্বীকার করে তবে তাকে বাধ্য করে বিয়ে দেয়া যাবে না। (আবু দাউদ : ২০৯, ৬/৮২, হাদীসটিকে শায়খ আলবানী হাসান সহীহ বলেন)

উক্ত হাদীসে এতীম মেয়ে দ্বারা উদ্দেশ্য এমন যুবতী কুমারী, যার পিতা তার বালেগ (প্রাপ্ত বয়স) হওয়ার পূর্বে ইন্তেকাল করে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার পূর্ব অবস্থার উপর ভিত্তি করে তাকে (এতীম) বলেন।

(ইমাম খাত্বাবীর 'মায়ালেমুস সুনান' ৩/৩০২ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আউনুল মাবূদ: ৬/৮৩ ও তুহফা: ৪/২০৪)

ইমাম ইবনে হিব্বান এ হাদীসের নিম্নরূপ শিরোনাম রচনা করেন-

ذِكْرُ الْاَخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْاَوْلِيَاءِ مِنْ اِسْتِئْمَارِ النِّسَاءِ اِذَا اَرَادُوْا عَقْدَ النِّكَاحِ عَلَيْهِنَّ .

মেয়েদের বিবাহ দেয়ার ইচ্ছার সময় অভিভাবকদের তাদের নিকট হতে অনুমতি গ্রহণের অপরিহার্যতা সম্পর্কে হাদীসসমূহের বর্ণনা।

(আল ইহসান ফি তাকরীবে সহীহ ইবনে হিব্বান: ৯/৩৯২)

www.pathagar.com

দুটি বিশেষ লক্ষণীয় বিষয়

ক. মেয়ের নিকট থেকে কখন অনুমতি নিতে হবে?

সাধারণত: বিয়ের অতি নিকটে মেয়ের বাবা বা মামা তার নিকট অনুমতির জন্য গিয়ে থাকে। যদি ইতিপূর্বে মেয়ের নিকট থেকে অনুমতি নেয়া হয়ে থাকে, তবে এ মূহূর্তে তার অনুমতি গ্রহণ আনুষ্ঠানিকতা মাত্র। কিন্তু যদি ইতিপূর্বে অনুমতি না নেয়া হয়ে থাকে তবে এ মুহূর্তটি তার অনুমতি গ্রহণের উপযুক্ত সময় নয়। কেননা বরপক্ষকে তার অপছন্দের কারণে এ মুহূর্তে যদি সে অস্বীকার করে বসে তবে তা বাবা ও বংশের জন্য বড় হয়রানী ও লজ্জার কারণ হবে।

আর যদি সে পরিস্থিতির কারণে এ মুহূর্তে অস্বীকার করতে না পারে তবে তার অধিকার খর্ব হবে।

এক্ষেত্রে সঠিক পদ্ধতি হলো : আত্মীয়তা সম্পর্ক গড়ার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করার পূর্বে মেয়ের নিকট হতে অনুমতি গ্রহণ করা।

তার পক্ষ হতে অনুমতি হলে সিদ্ধান্তকে বাস্তবায়নের জন্য আগে বাড়াতে হবে, নতুবা সেখানেই কথা শেষ করে দিবে ; (আল্লাহই অধিক জ্ঞাত।)

খ. কুমারী মেয়ের নীরব থাকার অর্থ তাকে বুঝিয়ে দেয়া

কুমারী মেয়ের নীরবতা যে তার সম্মতির লক্ষণ এ ব্যাপারে আল্লামা কুরতুবী এক অতি চমৎকার কথা লিখেছেন, তিনি বলেন-

আমাদের কোনো কোনো উলামা কুমারীর নীরবতাকে যে তার সম্মতি ধরে নেয়া হয়, তা তাকে জানিয়ে দেয়া মুস্তাহাব মনে করেন। যেন সে পরিস্থিতিকে যথাযথ বুঝতে পারে।

আমাদের কোনো কোনো বিজ্ঞ আলেম এমন মুহূর্তে কুমারী মেয়েকে বলে থাকেন, তুমি যদি এ প্রস্তাবে রাজী হও তবে নীরব থাক, আর যদি তা অপছন্দ হয় তবে প্রকাশ কর। এমনভাবে তার নিকট স্পষ্ট করে দেয়া উত্তম।

(আল মুফহিম: ৪/১১৮)

www.pathagar.com

১০

কন্যার ইচ্ছার বাইরে বিবাহ প্রত্যাখাত

যদি কোনো পিতা বা তার অবর্তমানে স্থলাভিষিক্ত অভিভাবক মেয়ের রাজী ছাড়াই বিয়ে দিয়ে দেয়, তবে সে বিবাহ প্রত্যাখ্যাত হবে, সে মেয়ে অকুমারী হোক বা কুমারী। নিম্নে উভয়ের ক্ষেত্রে এক হাদীস দ্রষ্টব্য।

ক. অকুমারীর অনুমতি ব্যতীত বিবাহ

ইমাম বুখারী (রাহ) খানসা বিনতে খুদ্দাম আনসারী রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে হাদীস বর্ণনা করেন যে–

اَنَّ اَبَاهَا زَوَّجَهَا , وَهِيَ ثَيِّبٌ , فَكَرِهَتْ ذٰلِكَ فَاَتَتْ رَسُوْلَ اللهِ فَرَدَّ نِكَاحَهَا.

অর্থাৎ তার (খানসার-রাযিয়াল্লাহু আনহা) পিতা তার বিয়ে দিয়ে দেন, আর তিনি তখন অকুমারী, তিনি তা অপছন্দ করেন, সুতরাং তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকট উপস্থিত হন, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার বিবাহকে ভেঙ্গে দেন।

(সহীহ বুখারী: ৫১৩৮, ৯/১৯৪)

ইমাম বুখারী এক্ষেত্রে নিম্নের শিরোনাম প্রণয়ন করেন-

بَابُ اِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ اِبْنَتَهُ وَهِيَ كَارِهَةٌ فَنِكَاحُهُ مَرْدُوْدٌ.

অধ্যায় : যে ব্যক্তি তার কন্যার অপছন্দ সত্ত্বেও বিয়ে দিয়ে দিল, তবে সে বিবাহ প্রত্যাখ্যাত। (বুখারী: ৯/১৯৪, কিতাবুন নিকাহ)

ইমাম বুখারী অন্যত্রে এ হাদীসের ভিত্তিতে নিম্নোক্ত শিরোনাম দেন-

بَابُ لَا يَجُوْزُ نِكَاحُ الْمُكْرَهِ.

অধ্যায় : বাধ্যকৃতের বিবাহ জায়েয নয়। (বুখারী : কিতাবুল ইকরাহ : ১২/৩১৮)

www.pathagar.com

খ. কুমারীর অনুমতি ব্যতীত দেয়া বিবাহ

ইমাম আহমদ, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ (রাহঃ) ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন :

إِنَّ جَارِيَةً بِكْرًا أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَتْ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا , وَهِيَ كَارِهَةٌ فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ ﷺ

অর্থাৎ নিশ্চয়ই এক কুমারী মেয়ে নবী ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হয়ে আরজ করল যে, তার পিতা তার বিবাহ দিয়েছে, কিন্তু সে তা অপছন্দ করে। সুতরাং নবী ﷺ তাকে ইখতিয়ার দিয়ে দেন।

(আল মুসনাদ : হাঃ ২৪৬৯, ৪/১৫৫, আবু দাউদঃ ২০৬৯ ও অন্যান্য)

ইমাম ইবনে কাইয়্যেম কুমারী ও অকুমারীর ব্যাপারে নবী ﷺ -এর সিদ্ধান্ত সম্পর্কে বলেন- এ হুকুম ওয়াজিবের অন্তর্ভুক্ত যে, কুমারীকে (তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে) বিবাহ করায় যেন বাধ্য না করা হয় এবং তার বিবাহ তার সম্মতি ব্যতীত যেন না দেয়া হয়। এটিই জমহুর সালাফে সালেহীনের উক্তি, ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম আহমদের দুটি মতের একমত। আমরাও আল্লাহর ওয়াস্তে এ মতকে দ্বীন হিসেবে গ্রহণ করি, এ ব্যতীত অন্য মত পোষণ করি না। আর এটিই রাসূল ﷺ -এর ফয়সালা, আদেশ-নিষেধ, শরীয়তের নিয়ম নীতি ও উম্মতের কল্যাণের উপযোগী। (যাদুল মায়াদঃ ৫/৯৬ ও অন্যান্য গ্রন্থ)

কোনো কোনো পিতা বা অভিভাবক কুমারী মেয়ের সম্মতি ব্যতীতই বিয়ে দেয়ার সময় বলে

"যে আত্মীয়তা হতে যাচ্ছে তা অত্যন্ত উপযুক্ত, কিন্তু মেয়ে বুঝতে পারছে না। আমাদের ইচ্ছা তো মেয়ের মঙ্গল কামনাই।

এ ধরনের বিবাহের শরীয়তের বিধান অবগত হওয়ার জন্য নিম্নে বর্ণিত ঘটনার প্রতি লক্ষ্য করলে ইনশাআল্লাহ উপকৃত হওয়া যাবে-

ইমাম আহমাদ আব্দুল্লাহ ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন : উসমান ইবনে মাজউন রাদিয়াল্লাহু আনহু ইন্তিকালের সময় তার স্ত্রী খাওলা বিনতে হাকীম রাদিয়াল্লাহু আনহা

www.pathagar.com

-এর পক্ষের এক মেয়ে রেখে যান। তিনি তাঁর ভাই কুদামাহ বিন মাজউনকে (তাঁর মেয়ের) অভিভাবক নির্ধারণ করেন। আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন : তারা উভয়ে (উসমান ও কুদামাহ) আমার মামা। আমি উসমান বিন মাজউনের মেয়ের সাথে আমার বৈবাহিক সম্পর্কের আবেদন কুদামাহ বিন মাজউনের নিকট করলাম। তিনি আমার সাথে তার বিয়ে দিয়ে দিলেন। মুগীরা ইবনে শোবা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তার মাতার নিকট আসেন এবং তার মাতার মাধ্যমে তাকে উৎসাহিত করেন। তাতে মায়ের ইচ্ছা তার (সাথে মেয়ের বিয়ে দেয়ার) দিকে হয়ে যায়। মেয়েও তার মায়ের সাথে। অতএব, তারা উভয়ে (তাকে) নাকচ করে দিল।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট উভয়ের ব্যাপারটি পেশ করা হলো, তখন কুদামা ইবনে মাজউন রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন-

ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমার ভাইয়ের মেয়ে, তিনি তার ব্যাপার আমার উপর অর্পন করেন। অতএব, আমি তার বিবাহ তার ফুফাত ভাই আব্দুল্লাহ ইবনে উমার রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর সাথে দিয়ে দিই। আমি তার জন্য সৎ ও সমপর্যায়ভুক্ত পাত্র খুঁজতে কোনো ত্রুটি করিনি। কিন্তু সে তো মহিলাজাত, তাই সে তার মায়ের ইচ্ছার পিছে পড়ে যায়।

তিনি (আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

هِيَ يَتِيْمَةٌ وَلاَ تُنْكَحُ اِلاَّ بِاِذْنِهَا.

অর্থাৎ সে তো এতীম মেয়ে (প্রাপ্ত বয়সী এতীম মেয়ে), তাই তার অনুমতি ব্যতীত তার বিয়ে দেয়া যাবে না।

তিনি (আব্দুল্লাহ ইবনে উমার রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন : তার মালিক (অর্থাৎ তার সাথে বিয়ে) হয়ে যাওয়ার পরেও তাকে আমার নিকট হতে ছিনিয়ে নেয়া হলো। তারপর তিনি তার বিবাহ মুগীরা বিন শোবার সাথে দিয়ে দিলেন।

(আল মুসনাদ : হা : ৬১৬৩৬, ৭/৭-৮ ও অন্যান্য, হাদীস সহীহ।)

www.pathagar.com

যদি আব্দুল্লাহ ইবনে উমারের মতো মহান ব্যক্তিত্বের সাথে কুমারীর অনুমতি ব্যতীত বিবাহ না টিকে তবে আর কার সাথে কুমারীর অনুমতি ব্যতীত দেয়া বিবাহ কিভাবে ঠিক হবে?

নোট : মেয়ের বিবাহ পূর্বে হয়ে যাওয়ার পরও মুগীরা বিন শোবার নিকট সে মেয়ের সাথে বিবাহের প্রস্তাব দেয়াতে নবী ﷺ তার কৈফিয়ত তলব করেননি, কেননা মেয়ের অনুমতি ব্যতীত বিবাহ শরীয়তে প্রত্যাখ্যাতই হয়।

অভিভাবক ব্যতীত কন্যার বিয়ে হয় না

এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, যেমন পিতা বা অভিভাবকের কোনো অকুমারী বা কুমারী মেয়ের বিবাহ তার অনুমতি ব্যতীত দেয়ার অধিকার নেই, অনুরূপ কোনো মেয়ে সে অকুমারী হোক, তারও এ অধিকার নেই যে, সে স্বীয় পিতা বা অভিভাবক ব্যতীত আপন বিয়ে সেরে নিবে বা অন্য কারো মাধ্যমে করিয়ে নিবে। এভাবে সংঘটিত বিবাহের শরীয়তের বিধান জানার জন্য নিম্নের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

১. ইমাম আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান ও হাকেম আবু মূসা আশয়ারী رضي الله عنه হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন-

لَا نِكَاحَ اِلَّا بِوَلِيٍّ

ওলী (অভিভাবক) ব্যতীত বিয়ে নেই।

(মুসনাদ : ১৯৫১৮, ৩২/২৮০, আবু দাউদ ২০৮৫, ৬/৭২ ইত্যাদি দ্রঃ)

ইমাম তিরমিযী এ হাদীস সামনে রেখে নিম্নোক্ত শিরোনাম রচনা করেন-

بَابُ مَا جَاءَ لَا نِكَاحَ اِلَّا بِوَلِيٍّ.

অধ্যায় : এমন হাদীসের ব্যাপারে যা এসেছে অভিভাবক ব্যতীত বিবাহ না হওয়া প্রসঙ্গে। (তিরমিযী: ৪/১৯১)

www.pathagar.com

ইমাম ইবনে মাজাহ লিখেন-

لَا نِكَاحَ اِلَّا بِوَلِيٍّ.

অভিভাবক ব্যতীত বিয়ে হবে না। (ইবনে মাজাহ : ১/৩৪৭)

ইমাম ইবনে হিব্বান শিরোনাম দেন-

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِاَنَّ الْوِلَايَةَ فِي الْاِنْكَاحِ اِنَّمَا هِيَ لِلْاَوْلِيَاءِ دُوْنَ النِّسَاءِ.

অর্থাৎ এমন বিষয়ের বর্ণনা যে, বিবাহ দেয়ার অধিকার মহিলাদের পরিবর্তে অভিভাবকদের। (আল ইহসান ফি তাকরীবে সহীহ হিব্বান: ৯/৩৮৮)

ইবনে হিব্বান অন্য ক্ষেত্রে নিম্নের শিরোনাম রচনা করেন-

ذِكْرُ نَفْيِ اِجَازَةِ عَقْدِ النِّسَاءِ عَلٰى اَنْفُسِهِنَّ بِاَنْفُسِهِنَّ دُوْنَ الْاَوْلِيَاءِ.

অর্থাৎ মহিলাদের জন্য অভিভাবকহীন নিজে নিজে বিবাহের অনুমতি না থাকার বর্ণনা। (পূর্বোক্ত কিতাব দ্র: ৯/৩৯১)

আল্লামা আমীর সনয়ানী উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখেন :

হাদীসটি প্রমাণ করে যে, নিশ্চয়ই অভিভাবকহীন বিশুদ্ধ নয়, কেননা "লায়ে নাফী" (না) প্রকৃতপক্ষে কোনো কিছুর পূর্ণতার নাকচ করার পরিবর্তে তার বিশুদ্ধতার নাকচ করে থাকে। (সুবুলুস সালাম: ৩/১১৯)

২. ইমাম আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিজী, ইবনে মাযাহ, ইবনে হিব্বান ও হাকেম আয়েশা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণনা করেন :

اَيُّمَا اِمْرَاَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ اِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ , فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ , فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ.

অর্থাৎ যে কোনো মহিলাই স্বীয় অভিভাবকহীন বিবাহ করে, তার বিবাহ বাতিল, তার বিবাহ বাতিল, তার বিবাহ বাতিল।

(আল মুসনাদ : ২৪২০৫, ৪০/২৪৩, আবু দাউদ : ২০৮৩, ৬/৬৯, ও অন্যান্য গ্রন্থ)

www.pathagar.com

ইমাম ইবনে হিব্বান উক্ত হাদীসের উপর নিম্নোক্ত শিরোনাম রচনা করেন-

ذِكْرُ بُطْلاَنِ النِّكَاحِ الَّذِىْ يُنْكَحُ بِغَيْرِ وَلِيٍّ.

অর্থাৎ অভিভাবকহীন বিবাহ বাতিল গণ্য হওয়ার বর্ণনা।

দুটি বিঃ দ্রঃ

ক. শায়খ শামসুল হক উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখেন-

কোনো বিশেষ মহিলার উপর খাস না করে সব মহিলার (বিবাহের) অভিভাবকত্ব তাদের নিজেদের থেকে নিয়ে নেয়ার জন্য হাদীসের اَيُّمَا ব্যাপক শব্দটিই গ্রহণ করা হয়েছে। যার অর্থ হলো : যে মহিলাই তার নিজের বিবাহ নিজে দিল।

এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো : গ্রাম্য- শহর, অশিক্ষিত-শিক্ষিত, গরীব-ধনী এবং কুমারী ও অকুমারী সব ধরনের মহিলাই রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বর্ণনা করা বিধানের অন্তর্ভুক্ত।

খ. কোন বিষয় বাতিল গণ্য হওয়ার জন্য নবী ﷺ-এর ঐ ব্যাপারে একবার বাতিল অভিহিত করাই যথেষ্ট। অথচ এমন বিবাহের জন্য নবী ﷺ তিনবার বাতিল অভিহিত করেন, যাতে নিশ্চিতভাবে তার বাতিল ও কুপ্রভাবে ভয়াবহতা স্পষ্ট হয়ে যায়। (আল্লাহ সর্বাধিক জ্ঞাত) (তুহফাতুল আহওয়াজী : ৪/১৯২)

বিবাহে অভিভাবকের উপস্থিতির শর্ত সম্পর্কে শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া লিখেন- কুরআন কারীমের একাধিক স্থানে অনুরূপ হাদীসের এ বিষয়টি প্রমাণিত হয়। এটিই সাহাবায়ে কেরামের তরীকা ছিল। সে যুগে এমন কোনো দৃষ্টান্ত নেই যে, কোনো মহিলা স্বয়ং তার বিবাহ দিয়েছে। আর এ তরীকাই এমন যা অবৈধ বিবাহ ও পরস্পরের গোপন সম্পর্ক গড়ার প্রতিবন্ধক। এর জন্য আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন : সাধরাণত নারী আপন বিবাহ সম্পাদন করতে পারে না, নিশ্চয়ই অসৎ-নষ্ট মহিলা নিজের বিবাহ নিজেই সম্পাদন করতে পারে।

(মাজমূ ফাতাওয়া : ৩২/১৩১)

৪. ইমাম আব্দুর রাজ্জাক ও ইবনে আবু শায়বাহ ইকরিমাহ বিন খালেদের উদ্ধৃতি বর্ণনা করেন- নিশ্চয়ই (একবার) পথিমধ্যে কতিপয় লোক একত্রিত

www.pathagar.com

হওয়ায় একটি কাফেলায় পরিণত হয়। তার মধ্যে একটি অকুমারী মহিলা তার (বিবাহের) ব্যাপারটি স্বীয় অভিভাবকের পরিবর্তে অন্য ব্যক্তির হাতে অর্পণ করে। অত:পর সে এক ব্যক্তির সাথে তার বিবাহ দিয়ে দেয়। উমর ইবনে খাত্বাব রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এ ব্যাপারটি জানতে পারলে, তিনি যে বিবাহ করল ও যে করাল উভয়কে বেত্রাঘাত করেন এবং ঐ মহিলার বিবাহকে ভেঙ্গে দেন।

(মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক : ১০৪৯৪, ৬/১৯৮)

৫. ইমাম আব্দুর রাজ্জাক আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন :

لَاتُنْكِحُ الْمَرْاَةُ نَفْسَهَا, فَاِنَّ الزَّانِيَةَ تُنْكِحُ نَفْسَهَا.

অর্থাৎ নারী নিজে নিজের বিয়ে সম্পাদন করবে না, কেননা অসৎ ব্যভিচারী মহিলারা নিজে নিজেই বিবাহ সম্পাদন করে থাকে।

(মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক : ১০৪৯৪, ৬/১৯৪)

৬. ইমাম আব্দুর রাজ্জাক ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন-

اَلْبَغَايَا الاَّتِيْ يَتَزَوَّجْنَ بِغَيْرِ وَلِي.

অর্থাৎ অসতী মহিলারাই অভিভাবক ব্যতীত নিজে নিজে বিবাহ সম্পাদন করে নেয়। (উক্ত গ্রন্থ: ১০৪৮১, ৬/১৯৭)

৭. ইমাম আব্দুর রাজ্জাক আমর ইবনে দীনার হতে নকল করেন, তিনি বর্ণনা করেন : আবু উমামাহর মেয়ে, বনী বকর গোত্রের এক মহিলার বিবাহ কেনানাহ বিন মুজার এর সাথে দিয়ে দেয়, আলকামা বিন আবু আলকামাহ আতওয়ারী উমার বিন আব্দুল আজীজকে লিখেন, তখন তিনি মদীনায় ছিলেন-

اِنِّيْ وَلِيُّهَا وَاَنَّهَا اُنْكِحَتْ بِغَيْرِ اِذْنِيْ.

অর্থাৎ নিশ্চয়ই আমি হলাম তার অভিভাবক, আর অবশ্যই তার বিবাহ আমার বিনা অনুমতিতে হয়ে গেছে।

অত:পর উমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তার বিবাহকে ভেঙ্গে দেন, প্রকৃতপক্ষে লোকটি সে মহিলার সাথে অবৈধ সম্পর্ক গড়ে তুলেছিল। (উক্ত গ্রন্থ : ১০৪৮৪, ৬/১৯৮)

www.pathagar.com

ইমাম তিরমিযী লিখেন

নবী ﷺ-এর হাদীস لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ (অভিভাবক ব্যতীত বিবাহ নেই।) এর উপর নবী ﷺ -এর বিদ্বান সাহাবীদের আমল। উমর ইবনুল খাত্বাব, আলী ইবনে আবু তালেব, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, আবু হুরায়রা ও অন্যান্য সাহাবাগণ رضي الله عنهم তাদের অন্তর্ভুক্ত।

অনুরূপ ফকীহ তাবেয়ীনদের থেকেও বর্ণনা পাওয়া যায় যে, তারা বলেন, অভিভাবক ব্যতীত বিবাহ নেই।

তাদের অন্তর্ভুক্ত হলেন : সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব, হাসান বসরী, শুরাইহ, ইবরাহীম নাখায়ী, উমার ইবনে আব্দুল আজীজ ও অন্যান্য তাবেয়ীগণ। আর একই মত পোষণ করেছেন: সুফিয়ান সাওরী, আওযায়ী, মালেক, আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক, শাফেয়ী, আহমদ ও ইসহাক। (জামে তিরমিযী : ২/১৭৭)

শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (র) বিবাহে অভিভাবক শর্ত হওয়ার হিকমত-রহস্য বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেন-

বিবাহে অভিভাবক হওয়া শর্ত থাকায় অভিভাবকের গুরুত্ব স্পষ্টভাবে ফুটে উঠে। মহিলাদের নিজের বিবাহ নিজ হতে উঠিয়ে নেয়াতে তাদের স্বেচ্ছারিতা ও নির্লজ্জতা প্রকাশ পায়।

এটি অভিভাবকের অধিকারে হস্তেক্ষেপ এবং তাঁর থেকে বেপরওয়ায়ী। এছাড়াও বিবাহকে প্রচারের মাধ্যমে অবৈধ সম্পর্ক হতে পার্থক্য করা জরুরি, আর বিবাহের প্রচারের জন্য সর্বাধিক জরুরি বিষয় হলো মেয়ের অভিভাবকের উপস্থিতি। (হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগাহ : ২/১২৭)

মূল কথা হলো কন্যার অধিকারসমূহের মধ্যে অন্যতম এক অধিকার হলো, তার পিতা বা অভিভাবক কোথাও তার বিনা অনুমতিতে বিবাহ দিতে পারে না। যদি এমন করে থাকে তবে কন্যা ইসলামী কোর্টের মাধ্যমে সে বিবাহকে ভেঙ্গে ফেলতে পারে।

অনুরূপ কোনো কন্যার এ অধিকার নেই যে, সে তার পিতা বা তাঁর অনুপস্থিতিতে অন্য অভিভাবকের অভিভাবকত্ব থেকে বেরিয়ে নিজে নিজেই বিয়ে করে নিবে। এমন বিবাহ বাতিল গণ্য হবে। শরীয়তে এ বিবাহের কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই।

www.pathagar.com

১১

উপহারের ক্ষেত্রে ছেলে-মেয়ে সম অধিকার

ইমাম বুখারী ও মুসলিম আমের রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণনা করেন, তিনি বর্ণনা দেন : আমি নোমান ইবনে বাশীর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-কে মিম্বারে বর্ণনা করতে শুনেছি-

আমার পিতা আমাকে একটি উপহার দেন, তখন আমরাহ বিনতে রাওয়াহা রাযিআল্লাহু আনহা (নোমান বিন বাশীরের মাতা) বলেন-

যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি এ ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে সাক্ষী না বানাবেন ততক্ষণ পর্যন্ত আমি এতে রাজী হব না।

সুতরাং তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকট উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলেন: হে রাসূলুল্লাহ (সা;)! সে (স্ত্রী) আমাকে হুকুম দেয় যে, আপনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে সাক্ষী বানান।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করেন-

اَعْطَيْتَ سَائِرَ وَلَدِكَ مِثْلَ هٰذَا؟

তুমি কি তোমার সমস্ত সন্তানকে অনুরূপ উপহার দিয়েছ?

তিনি বললেন: না।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন-

فَاتَّقُوا اللهَ وَاعْدِلُوْا بَيْنَ اَوْلاَدِكُمْ .

অতএব, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তোমাদের সন্তানদের মাঝে ইনসাফ কর।

তিনি বর্ণনা করেন: তিনি ফিরে আসেন ও তার উপহার ফিরিয়ে নেন।

(বুখারী: ২৫৮৭, ৫/২৫১১ ও মুসলিম: ১৬২৩, ৩/১২৪২)

উক্ত ঘটনাটি উত্তমরূপে বুঝার জন্য নিম্নের সাতটি বিভিন্ন সূত্র ও বর্ণনাগুলো উল্লেখ করা হলো-

www.pathagar.com

ক. সহীহ মুসলিমে রয়েছে নবী ﷺ বলেন-

فَلاَ تُشْهِدْنِيْ اِذًا فَاِنِّيْ لاَ اَشْهَدُ عَلٰى جَوْرٍ

অতএব, তুমি আমাকে সাক্ষী বানাবে না, কেননা আমি নিশ্চয়ই জুলুমের উপর সাক্ষ্য দিই না। (সহীহ মুসলিমঃ ১৬২৩, ৩/১২৪৩ ও বুখারীঃ ২৬৫০, ৫/২৫৮)

খ. সহীহ মুসলিমেই রয়েছে নবী ﷺ বলেন-

فَلَيْسَ يَصْلُحُ هٰذَا وَاِنِّيْ لاَ اَشْهَدُ اِلاَّ عَلٰى حَقٍّ.

অর্থাৎ এ তো ঠিক নয়, আর আমি অবশ্য হক ব্যতীত নাহকে সাক্ষী হইনা। (মুসলিম : ১৬২৪, ৩/১৩৪৪)

গ. সুনানে নাসায়ীতে রয়েছে-

اَلاَ سَوَّيْتَ بَيْنَهُمْ

অর্থাৎ তুমি তাদের মধ্যে কেন সমতা বজায় রাখনি।
(নাসায়ীঃ ৩৪৪৬, ২/৭৮৪, আলবানী সহীহ বলেছেন)

ঘ. সহীহ ইবনে হিব্বানে রয়েছে-

سَوِّ بَيْنَهُمْ

'তুমি তাদের মাঝে সমতা বজায় রাখ। (আল ইহসান... সহীহ ইবনে হিব্বানঃ ১১/৪৯৮)

ঙ. সহীহ মুসলিম ও সুনানে নাসায়ীতে রয়েছে-

فَارْجِعْهُ

সুতরাং তা ফিরিয়ে নাও। (মুসলিমঃ ১৬২৩, ৩/১১৪১-১১৪২ ও নাসায়ীঃ ৩৪৩৫, ২/৭৮১)

চ. উক্ত সহীহ মুসলিম ও সুনানে নাসায়ীতে রয়েছে-

فَارْدُدْهُ

সুতরাং তা ফিরিয়ে নাও। (উক্ত গ্রন্থদ্বয় দ্রঃ)

ছ. সহীহ মুসলিমে আরো আছে-

فَرُدُّهُ

সুতরাং তা ফিরিয়ে নাও। (দেখুনঃ সহীহ মুসলিমঃ ১৬২৩, ৩/১২৪২)

www.pathagar.com

উক্ত বর্ণনাগুলো সম্পর্কে ছয়টি উক্তি

উল্লেখিত বর্ণনাসমূহের আলোকে ছয়টি বিষয়ের প্রতি সম্মানিত পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি-

১. নবী ﷺ সন্তানদের মধ্য থেকে শুধুমাত্র কোনো এক সন্তানকে উপহার প্রদান করাকে জুলুম, ঠিক নয় ও না হক সাব্যস্ত করেন।

২. নবী ﷺ সন্তানদের মাঝে সমতা রক্ষা না করার জন্য জবাবদিহি করান।

৩. নবী ﷺ সন্তানদের ব্যাপারে সমতা রক্ষা না হওয়ার কারণ হবে এমন উপহারকে ফেরৎ নেয়ার হুকুম দেন।

৪. আরবী শব্দ أَوْلَاد (সন্তানাদি) এ ছেলে ও মেয়ে উভয় বুঝায়। (দেখুন: ফাতহুল বারী: ৫/২১৬) এছাড়াও হাফেজ ইবনে হাজার ইমাম ইবনে সাদের উদ্ধৃতি নকল করেন যে, বশীর رضي الله عنه -এর মাত্র একটি ছেলে ছিল নোমান رضي الله عنه আর তিনি ব্যতীত এক মেয়ে উবাইয়্যাহ ছিল। (উক্ত উদ্ধৃতি দ্র:)

৫. কোনো কোনো ইমামের মতে উপহারে সন্তানদের মধ্যে সমতা রক্ষা করা মুস্তাহাব ওয়াজিব নয়। যদি কেউ সমতা রক্ষা না করে তবে তার উপহার জায়েয কিন্তু মাকরূহ।

তবে উল্লেখিত বর্ণনাসমূহ দ্বারা তাদের মধ্যে জরুরি ভিত্তিতেই সমতা রক্ষা করা ও তাদের মধ্য থেকে একজনকে উপহার দেয়া না জায়েয প্রমাণিত হয়।

ইমাম বুখারী নোমান বিন বাশীর رضي الله عنه-এর এক বর্ণনার উপর নিম্নের শিরোনাম উল্লেখ করেন-

بَابُ الْهِبَةِ لِلْوَلَدِ وَإِذَا أَعْطَى بَعْضَ وَلَدِهِ شَيْئًا لَمْ يَجُزْ حَتَّى يَعْدِلَ بَيْنَهُمْ وَيُعْطَى الْآخَرُ مِثْلَهُ، وَلَا يُشْهَدُ عَلَيْهِ.

অর্থাৎ ছেলেকে উপহার দেয়া সম্পর্কিত অধ্যায়, যদি কোনো ব্যক্তি তার কোনো কোনো ছেলেকে কোনো জিনিস দেয়, তবে এ উপহার বৈধ হবে না, যখন পর্যন্ত (সকল সন্তানকে) ইনসাফের সাথে সমানভাবে না দিবে, আর এমন অন্যায় উপহারের উপর সাক্ষী হওয়াও জায়েয নয়। (বুখারী: ৫/২১০)

www.pathagar.com

ইমাম ইবনে হিব্বান এ ব্যাপারে তাঁর গ্রন্থে নিম্নের শিরোনামগুলো উল্লেখ করেন-

ক. ذِكْرُ الْاَمْرِ بِالتَّسْوِيَةِ بَيْنَ الْاَوْلَادِ فِى النُّحَلِ اِذْ تَرْكُهُ حَيْفٌ অর্থাৎ উপহারের ক্ষেত্রে সন্তানদের মধ্যে সমতা প্রতিষ্ঠার হুকুমের বর্ণনা, বরং এক্ষেত্রে সমতার বর্ণনা না করাই জুলুম। (আল ইহসান ফি তাকরীবে ইবনে হিব্বান: ১১/৪৯৮)

খ. ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ جَوَازِ الْاِيْثَارِ فِى النُّحَا بَيْنَ الْاَوْلَادِ অর্থাৎ উপহারের ক্ষেত্রে সন্তানদের মাঝে (কাউকে) অগ্রাধিকারের আচরণ বৈধ হওয়ার স্পষ্টভাবে নাকচ করার হাদীসের বর্ণনা। (উক্ত গ্রন্থ: ১১/৫০১)

গ. ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِاَنَّ الْاٰثَارِ بَيْنَ الْاَوْلَادِ غَيْرَ جَائِزٍ فِى النُّحَلِ অর্থাৎ উপহারের ক্ষেত্রে সন্তানদের মধ্যে (কাউকে) অগ্রাধিকারের আচরণকে স্পষ্টভাবে না জায়েয সাব্যস্ত করার দ্বিতীয় হাদীসের বর্ণনা। (উক্ত গ্রন্থ: ১১/৫০২)

ঘ. ذَكَرَ خَبَرٍ ثَالِثٍ يُصَرِّحُ بِاَنَّ الْاِيْثَارِ بَيْنَ الْاَوْلَادِ فِى النُّحَلِ حَيْفٌ غَيْرُ جَائِزٍ اِسْتِعْمَالَهُ অর্থাৎ উপহারের ক্ষেত্রে সন্তানদের মাঝে (কাউকে) অগ্রাধিকারের আচরণকে স্পষ্টভাবে জুলুম ও না জায়েয সাব্যস্তকারীর তৃতীয় হাদীস। (উক্ত গ্রন্থ: ১১/৫০৩)

ঙ. ذِكْرُ خَبَرٍ رَابِعٍ يَدُلُّ عَلَى اَنَّ الْاِيْثَارِ فِى النُّحَلِ مِنَ الْاَوْلَادِ غَيْرُ جَائِزٍ অর্থাৎ উপহারের ক্ষেত্রে সন্তানদের মাঝে অগ্রাধিকারের আচরণ না জায়েয প্রমাণকারী চতুর্থ হাদীসের বর্ণনা। (উক্ত গ্রন্থ: ১১/৫০৪)

চ. ذِكْرُ خَبَرٍ خَامِسٍ يُصَرِّحُ بِتَرْكِ اسْتِعْمَالِ الْاِيْثَارِ لِلْمَرْءِ فِى النُّحَلِ بَيْنَ وَلَدَهِ অর্থাৎ ব্যক্তির উপহারের ক্ষেত্রে সন্তানদের মাঝে (কাউকে) অগ্রাধিকারের আচরণকে পরিত্যাগ করার স্পষ্টভাবে তালকীনকারী পঞ্চম হাদীসের বর্ণনা। (উক্ত গ্রন্থ: ১১/৫০৫)

ছ. ذِكْرُ خَبَرٍ سَادِسٍ يُصَرِّحُ بِاَنَّ الْاِيْثَارَ فِى النُّحَلِ بَيْنَ الْاَوْلَادِ غَيْرُ جَائِزٍ অর্থাৎ উপহারের ক্ষেত্রে সন্তানদের মাঝে অগ্রাধিকারের আচরণকে স্পষ্টভাবে না জায়েয সাব্যস্তকারী ৬ষ্ঠ হাদীসের বর্ণনা। (উক্ত গ্রন্থ: ১১/৫০৬)

www.pathagar.com

ইমাম ইবনে কাইয়্যেম এ ব্যাপারে লিখেন, নবী ﷺ এর বাণী-

اِعْدِلُوْا بَيْنَ اَوْلاَدِكُمْ.

তোমরা স্বীয় সন্তানদের মাঝে ইনসাফ করো। এর অর্থ ওয়াজিব ব্যতীত অন্য অর্থ নেয়া এক আশ্চার্য ব্যাপার, এটি ব্যাপক হুকুম, যার তিনবার তাগীদ দেয়া হয়েছে, এর হুকুম প্রদানকারী {নবী ﷺ} বলেন, এর বিপরীত করা জুলুম, না জায়েয ও না হক আর হকের পর তো বাতিলই হয়ে থাকে।

(তুহফাতু মওদূদ বি আহকামিল মাউলূদ : পৃ: ২৩৫)

এতদসত্বেও ইনসাফ করা তো সর্বাবস্থায় ওয়াজিব, যদি তার হুকুম সাধারণভাবে হয় তবুও তা ওয়াজিব হবে, পক্ষান্তরে যদি তার সাথে এমন দশটি বিষয় মিলিত হয় যা তার ওয়াজিব হওয়াকে তাগীদ দেয়। সুতরাং উক্ত ঘটনার শব্দগুলোর ইঙ্গিতসমূহের প্রতি লক্ষ্য করুন।

৬. উপহার বা দানের ক্ষেত্রে সন্তানদের মাঝে সমতার কি নিয়ম হবে তা নিয়ে উলামায়ে কেরামের মধ্যে মতভেদ রয়েছে-

ইমাম মুহাম্মদ বিন হাসান, আহমদ, ইসহাক এবং কোনো কোনো শাফেয়ী ও মালেকী আলেমদের নিকট সন্তানদের মাঝে ইনসাফ হলো, মীরাস বা পৈত্রীক সম্পত্তি বণ্টনের ন্যায় এক ছেলেকে দুই মেয়ের সমান উপহার দেয়া উচিত।

(ফাতহুল বারী : ৫/২১৪)

ইমাম আবু হানিফা, মালেক, শাফেয়ী, ও ইবনে মুবারকের মত হল- প্রত্যেক মেয়েকে ছেলের সমানই উপহার দেয়া উচিত। (মুগনী : ৮/২৫৯)

কেননা নবী ﷺ বাশীর বিন সাদ ﷺ -কে হুকুম দেন : سَوِّ بَيْنَهُمْ অর্থাৎ তাদের মধ্যে সমতা বজায় রাখ।

উক্ত মতের সমর্থন নিম্নের দুই হাদীস দ্বারাও হয়-

ক. ইমাম সাঈদ ইবনে মানসূর ও ইমাম বাইহাকী ইবনে আব্বাস ﷺ -এর উদ্ধৃতি বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ বলেন-

سَوُّوْا بَيْنَ اَوْلاَدِكُمْ فِى الْعَطِيَّةِ, فَلَوْ كُنْتُ مُفَضِّلاً اَحَدًا لَفَضَّلْتُ النِّسَاءَ.

www.pathagar.com

অর্থাৎ: উপহার প্রদান করার ক্ষেত্রে সন্তানদের মাঝে সমতা বজায় রাখ। আমি যদি কাউকে প্রাধান্য দিতাম তবে অবশ্যই আমি নারীদেরকে প্রাধান্য দিতাম।

(বায়হাকীর সুনানুল কুবরা : ৬/২৯৪, দেখুন : ফাতহুল বারী : ৫/২১৪ ও সুবুলুস সালাম : ৩/১৭২)

খ. ইমাম ইবনে আদী আসান বিন মালেক রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর উদ্ধৃতিতে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে বসেছিল, এমতাবস্থায় তার ছেলে আসলে সে তাকে ধরে চুম্বন দিয়ে নিজের কোলে বসিয়ে নিল। অত:পর তার মেয়ে আসল, সে তখন তাকে ধরে তার পার্শ্বে বসিয়ে দিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : فَهَلَّا عَدَلْتَ بَيْنَهُمَا অর্থাৎ তুমি তো তাদের মাঝে সমতা বজায় রাখলে না।

যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছেলে ও মেয়ের মাঝে চুম্বনও বসানোর ব্যাপারে পার্থক্য করাকে ন্যায় পরিপন্থি অভিহিত করেন, তবে উভয়ের মাঝে উপহারের পার্থক্য করাকে কিভাবে অনুমতি দিবেন?

এ বিষয়ে কতিপয় ইমামের অভিমত

ক. ইমাম ইবনে হাযম লিখেন-

স্বীয় সন্তানদের মাঝে কোনো একজনকে উপহার বা দান করা কারো জন্য জায়েয নেই, তবে তাদের প্রত্যেককে সমপরিমাণ দান উপহার দিবে। অনুরূপ কারো জন্য এও জায়েয নেই যে, ছেলেকে মেয়ের উপর বা মেয়েকে ছেলের উপর অগ্রাধিকার দিবে। যদি কেউ এমন করে তবে তার এ নীতি সর্বদা বাতিল ও প্রত্যাখ্যাত হবে। (আল মুহাল্লা, মাসআলা-১৬২৩, ৯/১৪২)

খ. হাফেজ ইবনে হাজার লিখেন-

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সমতা বজায়ের হুকুম বাহ্যিকভাবে তারই (অর্থাৎ ছেলে ও মেয়ের মাঝে সমতা বজায়ের সমর্থকদের মতামতের) সমর্থন করে।

(ফাতহুল বারী : ৫/২১৪)

এ বিষয়ে ফল কথা হলো-

মেয়েদের অধিকারসমূহের মধ্যে এটিও একটি যে, মাতা-পিতার পক্ষ হতে তাদের জীবদ্দশায় সন্তানদের প্রাপ্ত দান ও উপহারে তাদের অংশ ছেলেদের অংশের সমান।

www.pathagar.com

১২

উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পদে কন্যার অংশ

কন্যার মর্যাদাকে স্পষ্টকারী বিষয়সমূহের মধ্যে একটি হলো, ছেলের যেমন পৈতৃক সম্পদে অধিকার ও অংশ রয়েছে অনুরূপ মেয়েরও। কারো এ অধিকার নেই যে, সে মেয়ে হওয়ার কারণে তাকে মীরাস হতে বঞ্চিত করবে। এ বিষয়ে নিম্নে বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপন করা হলো-

১. আল্লাহ তায়ালা বলেন-

يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْ اَوْلَادِكُمْ * لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ ۚ فَاِنْ كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَ اِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۭ وَ لِاَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ اِنْ كَانَ لَهٗ وَلَدٌ ۚ فَاِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلَدٌ وَّ وَرِثَهٗٓ اَبَوٰهُ فَلِاُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَاِنْ كَانَ لَهٗٓ اِخْوَةٌ فَلِاُمِّهِ السُّدُسُ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْ بِهَآ اَوْ دَيْنٍ ۭ اٰبَآؤُكُمْ وَ اَبْنَآؤُكُمْ لَا تَدْرُوْنَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۭ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ۭ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا .

অর্থ : আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের সন্তান-সন্ততির (অংশ) সম্পর্কে নির্দেশ দিচ্ছেন, পুরুষ দুই নারীর অংশের সমান পাবে, তবে সন্তান-সন্ততি যদি শুধু দু'জন নারীর অধিক হয় তাহলে তাঁর রেখে যাওয়া সম্পত্তির তিন ভাগের দু'ভাগ পাবে। আর কেবল একটি কন্যা থাকলে সে অর্ধেক পাবে এবং তার পিতা-মাতা উভয়ের প্রত্যেকে রেখে যাওয়া সম্পত্তির ছয় ভাগের এক ভাগ পাবে যদি তার সন্তান থাকে, আর যদি তার সন্তান না থাকে এবং তার ওয়ারিশ মাতা-পিতাই হয়, সে অবস্থায় তার মাতার জন্য এক-তৃতীয়াংশ, কিন্তু তার ভাই-বোন থাকলে, তার মাতা পাবে ছয় ভাগের এক ভাগ, (ঐসব বণ্টন হবে) তার কৃত ওয়াসীয়াত অথবা ঋণ পরিশোধের পর। তোমরা জাননা তোমাদের পিতা এবং সন্তানদের মধ্যে কে তোমাদের পক্ষে উপকারের দিক দিয়ে অধিকতর নিকটবর্তী। (এ বণ্টন) আল্লাহর পক্ষ হতে নির্ধারিত করে দেয়া হয়েছে, নিশ্চয় আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাশীল। (সূরা নিসা : আয়াত-১১)

www.pathagar.com

উক্ত আয়াত সম্পর্কে ছয়টি কথা

এ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা ছেলেদের সাথে মেয়েদেরকেও মীরাসে অন্তর্ভুক্ত করার তাগীদপূর্ণ হুকুম দেন। এই বাস্তবতাকেই যথাযথভাবে বুঝা ও বুঝানোর উদ্দেশ্যে আয়াতটির ভিত্তিতে নিচে ছয়টি কথা আল্লাহর সাহায্যের পেশ করা হলো-

১. ইমাম আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ও হাকেম (রাহে) জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন-

সাদ ইবনে রাবী রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর স্ত্রী সাদ রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর পক্ষ হতে স্বীয় দুই মেয়েকে সাথে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলেন : হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! এরা সাদ ইবনে রাবী রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু -এর দুই মেয়ে, তাদের পিতা উহুদের যুদ্ধে আপনার সাথে (উপস্থিতিতে) শাহাদাতবরণ করেন। অত:পর তাদের চাচা তাদের মাল-সম্পদ নিয়ে নেয়, তাদের দু'জনের জন্য কোনো মাল অবশিষ্ট রাখেনি, অথচ মাল-ধন ব্যতীত তো উভয়ের বিয়ে দেয়া সম্ভব নয়।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

يَقْضِى اللّٰهُ فِىْ ذٰلِكَ.

আল্লাহ তায়ালা এ ব্যাপারে ফয়সালা করবেন।

এক্ষেত্রে মীরাসের আয়াত অবতীর্ণ হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর চাচাকে খবর পাঠালেন-

اَعْطِ ابْنَتَىْ سَعْدِ الثُّلُثَيْنِ, وَاَعْطِ اُمَّهُمَا الثُّمُنَ وَمَا بَقِىَ فَهُوَ لَكَ.

অর্থাৎ সাদের দুই মেয়েকে দুই তৃতীয়াংশ, উভয়ের মাকে অষ্টমাংশ প্রদান কর, আর যা অবশিষ্ট থাকে তা তোমার।

(আল মুসনাদ : ১৪৭৯৮ নং হা:, ৩৩/১০৮/, আবু দাউদ: ২৮৮৮)

ইমাম তিরমিযী এর উপর নিম্নের শিরোনাম আরোপ করেন-

بَابُ مَاجَاءَ فِىْ مِيْرَاثِ الْبَنَاتِ

অর্থাৎ মেয়েদের মীরাস সম্পর্কিত যা কিছু বর্ণনা হয়েছে সে বিষয়ের অধ্যায়।

(জামে তিরমিযী : ৬/২২৩)

www.pathagar.com

উক্ত হাদীস দ্বারা এও বুঝা যায় যে, মুসলিম শাসকের দায়িত্ব হলো, যদি কোনো ব্যক্তি মেয়ের মীরাসের ধার্যকৃত অংশ গ্রাস করে নেয়, তবে তিনি তার থেকে মেয়ের অধিকার যেন ফিরিয়ে এনে দেন। (আল্লাহই অধিক জ্ঞাত)

২. আল্লাহ তায়ালা স্বীয় বণ্টন নীতির গুরুত্ব আরোপ করার জন্যই শুরুতে يُوْصِيْكُمُ اللهُ (আল্লাহ তোমাদেরকে তাগীদ ও গুরুত্বপূর্ণ হুকুম দেন।) দ্বারা ব্যক্ত করেন।

এ ব্যাপারে আল্লাহর হুকুম সম্পর্কে চারজন তাফসীরকারকের উক্তি

ক. ইমাম যুজাজ বর্ণনা করেন- يُوْصِيْكُمُ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের উপর ফরজ করেন। কেননা তার পক্ষ হতে ওসীয়ত করা দ্বারা ফরজই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। (তাফসীর রাযী হতে গৃহীত: ৯/ ২০৪)

খ. কাজী আবু সউদ লিখেন-

اَىْ يَاْمُرُكُمْ وَيَعْهَدُ اِلَيْكُمْ

অর্থাৎ তিনি তোমাদেরকে হুকুম দেন এবং তা তোমাদের উপর দায়িত্ব আরোপ করেন। (তাফসীর আবু সউদ: ২/১৪৮ ও কাশশাফ ১/৫০৫)

গ. শায়খ সাদী লিখেন- ওহে পিতা-মাতার দল! তোমাদের সন্তান তোমাদের নিকট আমানত, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের উপর তাদের ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণের দায়িত্ব অর্পণ করেন।

সুতরাং পিতা-মাতার নিকট উপস্থিত সন্তানদের ব্যাপারে ওসীয়ত করা হচ্ছে। অতএব, তারা সে ওসীয়তের উপর আমল করুক, আমল করলে তাদের জন্য রয়েছে অনেক সওয়াব। আর যদি তারা সে ওসীয়তের উপর আমল না করে, তবে তারা অবশ্য আযাব ও শাস্তির অধিকারী হবে। (তাফসীরে সাদী, পৃ: ১৫১)

ঘ. শায়খ ইবনে আশুর লিখেন-

ঐ সমস্ত হুকুমের ব্যাপারে গুরুত্ব আরোপের ভিত্তিতেই সে সম্পর্কিত নির্দেশের সূচনা করা হয় يُوْصِيْكُمُ اللهُ দ্বারা কেননা اَلْوَصَايَةُ ওসীয়ত এমন হুকুম হয়ে থাকে যাতে আদিষ্ট ব্যক্তির উপকারী ও চরম হিতাকাঙ্খী প্রমাণিত হয়।

(তাফসীরে তাহরীর ওয়াত তানভীর : ৪/২৫৬)

www.pathagar.com

৩. আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.

দুই মেয়ের অংশের সমান এক ছেলের।

আল্লাহ তায়ালা মীরাস বণ্টন নীতিতে পুরুষ ও মহিলার অংশ বর্ণনা করার সময় মহিলার অংশকে মাপকাঠি নির্ধারণ করে বলেন : পুরুষের জন্য মহিলার দ্বিগুণ। বরং এমন বলেননি, মহিলার জন্য পুরুষের অংশের অর্ধেক। আর এর মধ্যে রয়েছে জাহেলী যুগে আরবদের মহিলাদেরকে মীরাস হতে বঞ্চিত করার নিকৃষ্ট প্রথার নাকচ ও ভ্রান্ততা প্রকাশ। (তাফসীরে মানার : ৪/৪০৫ ও অন্যান্য)

৪. মীরাস নীতি সম্পর্কিত হুকুম বর্ণনা করার পর আল্লাহ তায়ালা বলেন-

اٰبَآؤُكُمْ وَاَبْنَآؤُكُمْ لَا تَدْرُوْنَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا.

অর্থাৎ তোমরা তো জান না যে, তোমাদের পিতা ও তোমাদের ছেলেদের মধ্য হতে কে তোমাদের উপকার পৌঁছানোর ক্ষেত্রে অধিক নিকটতম।

অর্থাৎ তোমাদের এ তো জানা নেই যে, ইহকাল ও পরকালে তোমাদের নিম্নের ওয়ারিসদের (উত্তরসূরীদের) মধ্য হতে তোমাদের জন্য অধিক উপকারী কে?

অবস্থা যখন এমনই, তখন তোমাদের জন্য কল্যাণ তার মধ্যেই রয়েছে যে, তোমরা আল্লাহর ওসীয়তের উপর আমল কর। আর আল্লাহর নির্ধারণকৃত বণ্টন নীতির বিরোধিতা করে ওয়ারিসদের মাঝে কোনো একজনকে অন্যের উপর অগ্রাধিকার দিও না। (তাফসীর বায়জাভী : ১/২০৪)

৫. অত:পর আল্লাহ তায়ালা বলেন-

فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ

এ অংশ আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হতে নির্ধারিত।

অর্থাৎ মীরাস বণ্টনের ক্ষেত্রে যেন বণ্টন নীতি বর্ণনা করা হয়েছে, কারো কিছু কম, কিছু বেশি, তা সব আল্লাহ তায়ালার নিকট হতেই নির্ধারিত। তিনি তার ব্যাপারে ফয়সালা করেছেন। (তাফসীর ইবনে কাসীর: ১/৪৯৯-৫০০)

www.pathagar.com

আর কোনো ব্যক্তির জন্যই কখনো জায়েয নেই যে, সে আল্লাহর নির্ধারিত, অংশ বণ্টন নামায় কম-বেশি করবে।

৬. আয়াতের শেষে আল্লাহ তায়ালা বলেন-

إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا

নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা সর্বদায় সর্বাজ্ঞ ও বিজ্ঞানময়।

অর্থাৎ মীরাসনীতি বণ্টন সম্পর্কিত বিধান প্রণয়নকারী আল্লাহ তায়ালা স্বীয় বান্দাদের কল্যাণ সম্পর্কে সর্বাজ্ঞ এবং পূর্ণ বিজ্ঞানময়। যিনি প্রত্যেককে তার প্রাপ্য অনুযায়ী সমপর্যায়ে প্রদান করেছেন।

(তাফসীর বায়জাভী: ১/২০৪ ও ইবনে কাসীর: ১/৫০০)

খ. আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَ الْاَقْرَبُوْنَ ۪ وَ لِلنِّسَآءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَ الْاَقْرَبُوْنَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْ كَثُرَ ؕ نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا.

অর্থাৎ মাতা-পিতা এবং আত্মীয়দের রেখে যাওয়া সম্পত্তিতে পুরুষদের অংশ রয়েছে : আর মাতা-পিতা এবং আত্মীয়দের রেখে যাওয়া সম্পত্তিতে নারীদেরও অংশ আছে, তা অল্পই হোক আর বেশি হোক, এক নির্ধারিত অংশ।

(সূরা নিসা : আয়াত-৭)

এ আয়াত সম্পর্কে চারটি কথা

উক্ত আয়াতে আল্লাহ তায়ালা স্পষ্ট করে দেন যে, মীরাস নীতিতে যেমন পুরুষদের অধিকার রয়েছে অনুরূপ মহিলাদের জন্যও রয়েছে। আয়াতটিকে যথাযথ বুঝার জন্য নিম্নে চারটি কথা উল্লেখ করা হলো- ইমাম ইবনে জারীর ত্বাবারী ক্বতাদা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন : তারা (অর্থাৎ জাহেলী যুগের লোকেরা) নারীদেরকে পৈত্রিক সম্পত্তির ওয়ারিস বানাত না; যার ফলে অবতীর্ণ হয়-

وَلِلنِّسَاءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاَقْرَبُوْنَ

অর্থ : আর মাতা-পিতা এবং আত্মীয়দের রেখে যাওয়া সম্পত্তিতে নারীদেরও অংশ আছে।

(তাফসীর ত্বাবারী আসার নং ৮৬৫৫, ৭/৫৯৭, তাফসীর রাযী : ৯/১৯৪, ইবনে কাসীর : ১/৪৯৪)

www.pathagar.com

২. আল্লাহ তায়ালা মহিলাদের মীরাস অধিকারের বর্ণনা স্বতন্ত্রভাবে দিয়েছেন, তার রহস্য বর্ণনা করে কাজী আবু সউদ লিখেন-

আল্লাহ তায়ালা তাদের বিধানকে পুরুষদের সাথে এমন বলে বর্ণনা দেননি যে, পুরুষ ও মহিলাদের জন্য.... বরং তাদের ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্বারোপ করে পৃথকভাবেই তাদের বিধান বর্ণনা করেন, যেন এ বিষয় স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তারা আপন অধিকার বলেই পৈত্রিক সম্পত্তির অধিকারী।

(তফসীর আবু সউদঃ ২/১৪৬)

৩. আল্লাহ তায়ালা বলেন- مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْ كَثُرَ

তার (অর্থাৎ পরিত্যাক্ত সম্পদের) মধ্য থেকে কম হোক আর বেশি...।

কাজী আবু সউদ এ ব্যাপারে লিখেন :

এর উপকারিতা হলো, এমন ধারণার জবাব দেয়া যে, কতিপয় সম্পদ কতিপয়ের জন্য খাস, যেমন : ঘোড়া ও যুদ্ধের সরঞ্জাম পুরুষদের জন্য। কিন্তু বাস্তব কথা হলো, উভয় পক্ষের (নারী-পুরুষ) প্রত্যেকের প্রত্যেক ছোট-বড় বস্তুতে অধিকার রয়েছে। (তাফসীর আবু সউদ : ২/১৪৭)

আয়াতের শেষে আল্লাহ তায়ালা বলেন-

نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا (ধার্যকৃত অংশ)

এ ব্যাপারে শায়খ ইবনে আশুর বলেন-

"মাফরুযা" শব্দের অর্থ হলো : নারী-পুরুষ উভয় পক্ষের জন্যই তার পরিমাণ নির্ধারিত। যেমন আল্লাহ তায়ালা দ্বিতীয় আয়াতে বলেন-

فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ

আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হতে নির্ধারণকৃত।

(তাফসীর হাহরীর ওয়াত তানভীরঃ ৪/২৫০, কাশশাফঃ ১/৫৩, রাযী : ৯/১৯৫।)

(গ) ইমাম বুখারী ও মুসলিম সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত করেন, তিনি বলেন : আমি মক্কায় এমন কঠিন অসুস্থতায় পতিত হই যে, মৃত্যু অতি নিকটে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দেখার জন্য আগমন করেন, তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! নিশ্চয়ই আমার নিকট পর্যাপ্ত ধন রয়েছে, তবে আমার

www.pathagar.com

এক কন্যা ব্যতীত আর কেউ ওয়ারিস নেই। অতএব, আমি কি আমার ধনের দুই তৃতীয়াংশ সদকা করে দেব? নবী ﷺ বললেন, না।

তিনি বলেন, আমি বললাম, তবে অর্ধাংশ? নবী ﷺ বলেন, না।

আমি বললাম : এক-তৃতীয়াংশ?

নবী ﷺ বলেন-

اَلثُّلُثُ كَبِيْرٌ اِنَّكَ اِنْ تَرَكْتَ وَلَدَكَ اَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِّنْ اَنْ تَتْرُكَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُوْنَ النَّاسَ....

অর্থাৎ এক-তৃতীয়াংশও অনেক। নিশ্চয়ই তুমি স্বীয় সন্তানকে অর্থশালী রেখে যাবে, তা তার চেয়ে উত্তম যে, তুমি তাদেরকে এমন রিক্ত হস্ত রেখে যাবে যে তারা লোকদের নিকট হাত পেতে ফিরবে...।

(বুখারী : ৬৭৩৩, ১২/১৪ ও সহীহ মুসলিম : ১৬২৮, ৩/১২৫০)

উক্ত হাদীস দ্বারা এ কথা স্পষ্ট হয় যে, নবী ﷺ নবী মীরাসের ক্ষেত্রে মেয়ের অংশের হেফাযতের উদ্দেশ্যে সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস رضي الله عنه -কে এক-তৃতীয়াংশের অধিক মাল সদকা করার ওসীয়তের অনুমতি দেননি। বরং এক-তৃতীয়াংশের অনুমতি দেয়ার সাথে সাথে তাই অধিক বলে অভিহিত করেন।

এ হাদীসে নবী ﷺ যে রহস্যটিকে বর্ণনা করেন, তা হলো মেয়েকে মীরাসের অংশ প্রদান করে এমন অভাব মুক্ত করে দাও যেন সে লোকদের সামনে হাত না পাতে। আর তা মাল সদকা করার চেয়েও উত্তম।

এ হাদীসের উপর ইমাম বুখারী নিম্নের শিরোনাম উল্লেখ করেন-

بَابُ مِيْرَاثُ الْبَنَاتِ

মেয়েদের মীরাসের অধ্যায়। (বুখারী : আয়াত-১২/১৪)

উক্ত আলোচনা সার-সংক্ষেপ হলো-

পিতা-মাতার পরিত্যাক্ত সম্পদের মধ্যে চাই তা কম হোক আর বেশি, মেয়েদের অনুরূপই অধিকার যেমন ছেলেদের অধিকার। কারো এমন স্বাধীনতা নেই যে, সে তাদেরকে তাদের অংশ হতে বঞ্চিত করবে বা ন্যায্য অংশ হতে কম করবে বা কোনো বস্তুকে ছেলেদের জন্য খাস করে দিবে। তবে কেউ যদি এরূপ করে তবে মুসলিম শাসকের দায়িত্ব হলো, তিনি তাদেরকে পরিত্যাক্ত সম্পদ হতে তাদের যা প্রাপ্য তা আদায় করিয়ে দিবেন।

www.pathagar.com

ছেলের অংশ মেয়ের দ্বিগুণ হওয়ার কারণ

ছেলের অংশ দ্বিগুণ রাখার রহস্য হলো : তার খরচ বহন করার দায়িত্ব মেয়ের তুলনায় অধিক হয়ে থাকে। ছেলেকে নিজ খরচ, স্বীয় স্ত্রী ও সন্তানদের খরচ বহন করতে হয়। পক্ষান্তরে মেয়ে শুধু নিজের খরচ বহন করে, আর বিবাহের পর তার খরচ তো স্বামীর দায়িত্বে হয়ে থাকে। এ হিসাবে মীরাসের (পৈতৃক সম্পদের) মেয়ের অংশ ছেলের খরচের দায়-দায়িত্বের তুলনায় অনেক বেশি হয়ে যায়। (তাফসীর রাযী : ৯/২০৭, তাফসীর মানার : ৪/২০৬, জিলালুল কুরআন: ১/৫৯১ ও তাফসীর আল মারাগী : ৪/১৯৬)

তিনটি দলীল : এ বিষয়ে তিনটি দলীল নিম্নে পেশ করা হলো-

১. মেয়েদের পরিবর্তে ছেলেদের উপর রয়েছে ভরণ-পোষণের দায়-দায়িত্ব :

আল্লাহ তায়ালা বলেন-

اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّ بِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ ؕ

অথার্ৎ পুরুষগণ নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল এ কারণে যে, আল্লাহ তাদের এককে অন্যের উপর মর্যাদা প্রদান করেছেন, আর এজন্য যে, পুরুষেরা স্বীয় ধন-সম্পদ হতে ব্যয় করে। (সূরা নিসা : আয়াত-৩৪)

শায়খ আহমাদ আল মারাগী উক্ত আয়াতের তাফসীরে লিখেন-

আল্লাহ তায়ালা মীরাসের ক্ষেত্রে পুরুষদের মেয়েদের অংশ হতে অধিক ধার্য করেন, কেননা তাদের, উপর যে ভরণ-পোষণের দায়-দায়িত্ব তা নারীদের উপর নেই। (তাফসীর আল মারাগী: ৫/২৭, তাফসীর রাযী: ১০/৮৭, তাফসীর মানার: ৫/৬৭)

২. স্বামীকে যাকাত ও সদকা প্রদান করা বৈধ

ইমাম বুখারী ও মুসলিম আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর স্ত্রী যয়নাব রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে এক বর্ণনা নকল করেন, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

تَصَدَّقْنَ يَامَعْشَرَ النِّسَاءِ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ.

অর্থাৎ হে নারী জাতি! সদকা কর, যদিও তা তোমাদের গয়না থেকে হয়।

www.pathagar.com

তিনি বলেন : আমি আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর নিকট এসে বললাম : আপনি তো স্বল্প মালের অধিকারী, আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সদকা করার নির্দেশ দেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট গিয়ে আপনি জিজ্ঞেস করুন, যদি এটি (অর্থাৎ আপনার উপর সদকাহ করা) আমার জন্য যথেষ্ট হয়, (তবে তো ভালো) নচেৎ আমি আপনার পরিবর্তে অন্য কাউকে দিই।

তিনি বলেন: আমাকে আব্দুল্লাহ বলেন : তুমি নিজেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট যাও।

তিনি বলেন : সুতরাং আমি রওয়ানা হলাম এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরজায় একজন আনসারী মহিলাকে পেলাম, তারও আমার মতোই সমস্যা ছিল।

তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে দাপট ও প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রদান করা হয়েছিল।

তিনি বলেন: আমাদের নিকট বেলাল রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আসলেন, তখন আমরা তাঁকে বললাম : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট গিয়ে উনাকে বলেন : দরজার নিকট দু'জন মহিলা জিজ্ঞেস করে :

اَتُجْزِئُ الصَّدَقَةُ عَنْهُمَا عَلَى اَزْوَاجِهِمَا وَعَلَى اَيْتَامٍ فِيْ حُجُوْرِهِمَا.

অর্থাৎ তাদের উভয়ের স্বামী ও তাদের দায়িত্ব থাকা এতীমের প্রতি তাদের সদকা প্রদান করা কি উভয়ের জন্য যথেষ্ট হবে?। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলবেন না যে আমরা কারা?

তিনি বলেন : বেলাল রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতে চাইলেন : তারা উভয়ে কারা :

বেলাল রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু জবাব দেন, একজন আনসারী মহিলা আর দ্বিতীয়জন যয়নাব রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করেন : কোন যয়নাব? তিনি জবাবে বলেন : আব্দুল্লাহর স্ত্রী যয়নাব রাযিআল্লাহু আনহা

তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বলেন-

لَهُمَا اَجْرَانِ: اَجْرُ الْقَرَابَتِ وَاَجْرُ الصَّدَقَةِ.

অর্থাৎ তাদের উভয়ের জন্য দ্বিগুণ সওয়াব এক আত্মীয়তা বন্ধনের আর অন্যটি সাদকাহ করার। (বুখারী, হাদীস নং: ২৪৫৬, ৩/৩২৮, ও সহীহ মুসলিম হাদীস নং: ৫-২০০০)

www.pathagar.com

উক্ত হাদীস হতে বুঝা যায় যে, স্বামীর অভাব-অনটনে স্ত্রীর আর্থিক সচ্ছলতা সত্ত্বেও তার উপর স্বীয় স্বামীর খরচ বহন করা জরুরি নয়। কেননা যার উপর খরচ করা ওয়াজিব ও জরুরি হয় তাকে সদকা-খয়রাত করা যায় না; বরং নিজ তহবীল হতে খরচ করা হয়।

ইমাম বুখারী এ হাদীসের উপর নিম্নোক্ত শিরোনাম প্রদান করেন-

بَابُ الزَّكَاةِ عَلَى الزَّوْجِ وَالْأَيْتَامِ فِي الْحِجْرِ.

অর্থাৎ স্বামী ও অধিনস্ত এতীমকে যাকাত প্রদান করা সম্পর্কিত অধ্যায়।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, যয়নব রাযিআল্লাহু আনহা বলেন : হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনি তো আজ সদকা করার হুকুম দিয়েছেন, আমার নিকট একটি গয়না রয়েছে, যা আমি সদকাহ করতে চাই। ইবনে মাসউদ (অর্থাৎ তার স্বামী) এর ধারণা যে, আমি যাদেরকে সদকা করব, তাদের চেয়ে তিনি ও তার সন্তান অবশ্যই অধিক হকদার। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

صَدَقَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ, زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ اَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ.

অর্থাৎ ইবনে মাসউদ সত্যই বলেছে। তোমার স্বামী ও তোমার সন্তান এই সদকার হকদার তাদের চেয়ে বেশি, যাদেরকে তুমি সদকা করবে।

(সহীহ বুখারী: ১৪৬২, ২/৩২৫)

উক্ত বক্তব্যের সার কথা হলো- স্ত্রীর উপর তার আর্থিক স্বচ্ছলতা এবং স্বামীর অভাব-অনটন সত্ত্বেও স্বামী ও সন্তানদের জন্য খরচ বহন করার দায়-দায়িত্ব নেই। যার জন্যই তো তাকে তাদের উপর সদকা করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। (আল্লাহই অধিক জ্ঞাত।)

গ. স্তন্যদানকারিণী মা ও দুগ্ধপোষ্য শিশুর ভরণ-পোষণের দায়িত্ব পিতার

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

وَ الْوَالِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ وَ عَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۭ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি দুধপান কাল পূর্ণ করাতে ইচ্ছুক তার জন্য মায়েরা নিজেদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দু'বছরকাল স্তন্য দান করবে। পিতার উপর দায়িত্ব হলো ভালোভাবে তাদের অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থা করা। (সূরা বাকারাহ : আয়াত-২৩৩)

www.pathagar.com

আয়াতটির ব্যাপারে দুটি কথা

আয়াতটি হতে যা বুঝা যায় তার মধ্য হতে দুটি নিম্নরূপ-

১. মাতার উপর খরচের দায়িত্ব বর্তায় না। আল্লামা মেহলাব লিখেন : নারীর উপর যে সন্তানের খরচের দায়িত্ব নেই তার দলীল-

وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ.

অর্থাৎ পিতার উপর দায়িত্ব হলো ভালোভাবে তাদের অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থা করা।
(সূরা বাকারা : ২৩৩)

২. স্তন্যদানকারিণী তালাক প্রাপ্ত মায়ের খরচের দায়িত্ব পিতার উপর।

আল্লামা শাওকানী লিখেন।

এটি প্রমাণ করে যে, দুগ্ধপোষ্য শিশুদের মাতাদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব পিতাদের প্রতি। আর এমন বিধান তো তালাক প্রাপ্ত দুগ্ধবতী মাদের জন্য। অতএব, তালাকপ্রাপ্ত ব্যতিত অন্য মহিলাদের ভরণ পোষণ তো শিশুর দুধপান করানো অবস্থা ছাড়াও দায়িত্ব রয়েছে। (ফাতহুল কাদীরঃ ১/৩৭২)

সম্ভবত এক্ষেত্রে ইসলামের উত্তরাধিকার আইন সম্পর্কে প্রসিদ্ধ ফ্রান্সি প্রাচ্যবিদ ডঃ গোস্তাফ লুবোনের উক্তি উল্লেখ করা উপযুক্ত হবে।

তিনি বলেন : কুরআনে বর্ণিত উত্তরাধিকার আইনে মহাইনসাফ ও ন্যায়পরায়ণতা রয়েছে। (হাযারাতুল আরবাঃ পৃঃ ৪৭৪)

তিনি অন্যত্র বলেন-

কুরআনের নারীদেরকে প্রদত্ত্ব উত্তরাধিকার (মীরাস) আমাদের ইউরোপীয় আইনের অনেক ঊর্ধ্বে। (হাযারাতুল আরবঃ ৪৮৬-৪৮৭ পৃঃ)

উক্ত আলোচনার সার-কথা : ইসলামী উত্তরাধিকার আইনে মেয়েদের তুলনায় ছেলেদের দ্বিগুণ অংশ খরচ করার দিক দিয়ে মেয়েদের তুলনায় তাদের উপর দায়িত্ব অধিক হওয়ার কারণেই।

www.pathagar.com

১৩

নবী ﷺ-এর উত্তমাদর্শে কন্যার মর্যাদা

আমাদের নবী ﷺ এর স্বীয় কন্যাদের ও তাদের সাথে নাতি ও জামাতাদের সঙ্গে ছিল গভীর ও আন্তরিক সম্পর্ক। আল্লাহর তাওফীকে নিম্নে এ বিষয়ে তিনটি শিরোনামে আলোচনা করা হবে-

ক. কন্যাদের সাথে নবী ﷺ-এর ব্যবহার আটটি কথার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ-

১. নবী ﷺ মেয়ের বাড়িতে আগমন করতেন এমন কি সফর হতে প্রত্যাবর্তন করে মহিয়সী স্ত্রীগণের হুজরায় প্রবেশের পূর্বে তাদের গৃহেই প্রথমে প্রবেশ করতেন।

২. নবী ﷺ মেয়ের অভ্যর্থনার জন্য উঠে অগ্রসর হয়ে মারহাবা হে আমার কন্যা বলে বরকতময় শব্দ প্রয়োগ করে অভিনন্দন জানাতেন। তাকে চুম্বন দিতেন। তার হাত ধরে স্বীয় মজলিসে তাঁর ডান বা বামে বসাতেন। মেয়ের অভ্যর্থনায় উল্লেখিত বিষয়গুলোর প্রতি রাসূল ﷺ-এর গুরুত্ব দেয়া সাধারণ নিয়মে পরিণত হয়েছিল।

৩. নবী ﷺ মেয়ের জন্য সর্বদা খারাপী হতে রক্ষা ও পূত-পবিত্র থাকার দোয়া করতেন।

৪. নবী ﷺ মেয়েকে সকাল-সন্ধ্যায় পড়তে হয় এমন দোয়া-যিকর ও খাদেমের পরিবর্তে উত্তম হবে এমন দোয়া শিক্ষা দেন। নামাযের পর ও বিছানায় গিয়ে কি পড়তে হবে সে সব বাক্যগুলোও শিক্ষা দেন।

৫. নবী ﷺ মেয়েদের পারিবারিক জীবনের ব্যাপারগুলোর প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখতেন। রাসূল ﷺ তাদের বিয়ে শাদীর প্রতি নিজেই গুরুত্ব দেন। জামাতাকে ওলীমার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন। বিদায়ের সময় হাদীয়া প্রদান করতেন। মেয়ের পারিবারিক জীবনে ঘটে যাওয়া দ্বন্দ্বের সমাধান করতেন। জামাতাকে বিদায় দেয়ার সময় মেয়েকে পাঠানোর শর্তারোপ করতেন। দাম্পত্য জীবনে মেয়েকে ফিতনায় পতিত করার এমন কথা-বার্তা হতে বিরত রাখার চেষ্টা করেন।

www.pathagar.com

৬. নবী ﷺ মেয়ে ও তার সাথে সাথে জামাতাকেও তাহাজ্জুদের নামায আদায় করার প্রতি উৎসাহিত করতেন। মেয়েকে পার্থিব চাকচিক্য হতে দূরে রাখার চেষ্টা করেন। মেয়েকে পিতার লেজুড় ধারার পরিবর্তে নিজে জাহান্নামের আগুন হতে পরিত্রাণের জন্য চেষ্টা করার প্রতি উৎসাহিত করতেন। মেয়ের নিকট স্বর্ণের চেন দেখে পরিমিত কঠোরভাবে জবাবদিহি করেন।

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা কে চরম অলস বলার পরিপ্রেক্ষিতে মেয়েকে হুঁশিয়ার করে দেন।

৭. মেয়ের ইন্তিকালে কঠিন দুঃখের কারণে রাসূল ﷺ -এর চোখ হতে পানি ঝরতে থাকে। কিন্তু মুখ দ্বারা ধৈর্যের পরিপন্থি এক শব্দও বের হয়নি। মেয়েদের ইন্তিকালে চরম বেদনা ও দুঃখ কষ্ট সত্ত্বেও রাসূল ﷺ তাদের কাফন-দাফন ও তাজহীজের ব্যবস্থা স্বয়ং নিজের তত্ত্বাবধানে করান।

৮. স্বয়ং মেয়েদেরকে ধৈর্যের উপদেশ দেন। মেয়েকে স্বীয় মৃত্যুর পূর্বাভাষ দেয়ায় সময় তাকওয়া-পরহেযগারী ও ধৈর্যের অসীয়ত করেন।

খ. নবী ﷺ-এর নাতিদের সাথে সম্পর্ক ও ব্যবহার

এ বিষয়ে আল্লাহর তাওফীকে সাতটি কথা পেশ করা হলো :

১. নবী ﷺ নাতীদের সাক্ষাতের জন্য বিশেষ করে মেয়ের গৃহে আগমন করতেন।

২. নবী ﷺ মেয়েদের সন্তানদেরকে অতি মুহাব্বত করতেন। নাতি হাসান রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কে স্কন্ধে উঠিয়ে আল্লাহর সামনে তার মুহাব্বত প্রকাশ করেন। নাতিকে স্কন্ধে উঠিয়ে লোকদেরকে নামায পড়ান। মেহমানদের সামনে নাতিকে চুম্বন দেন আর এ ব্যাপারে মেহমানদের কথা বলাকে অপছন্দ করেন। নাতিকে পড়ে যেতে দেখে খুৎবা জারী রাখতে না পেরে তাকে উঠিয়ে তাঁর সামনে বসিয়ে তারপর খুৎবা দেন। তাদেরকে তাঁর পার্থিব সুগন্ধি অভিহিত করেন।

৩. নবী ﷺ নাতির জন্য দোয়া করতেন। তিনি তাঁদের জন্য খারাপী হতে দূরে থাকার, অতি পূত-পবিত্র থাকার, তাঁরা যেন আল্লাহরও প্রিয় হন এবং তাঁদের জন্য আল্লাহর আশ্রয় অর্জনের দোয়া করেন।

৪. নবী ﷺ নাতিকে দোয়ায় কুনুত পড়ান। নাতিরাও রাসূল ﷺ -এর মজলিসে বসে দ্বীনের কথা শিখতেন ও মুখস্থ করতেন।

www.pathagar.com

৫. নবী ﷺ নাতিদের হাঁসাতেন ও পানাহারের গুরুত্ব বজায় রাখতেন। রাসূল ﷺ নাতিকে ধরার জন্য তার পিছে পিছে রাস্তায় চলেন। নাতিদের জন্য স্বীয় জিহবা বের করেন, সিজদারত অবস্থায় তাঁদেরকে পৃষ্ঠদেশে আরোহণ করতে দেন, নাতির পৃষ্ঠদেশে আরোহণের ফলে তিনি সিজদাহকে লম্বা করে দেন।

৬. নবী ﷺ নাতিদের ব্যাপারে অতি গুরুত্ব দিতেন ও তাঁদের ক্ষেত্রে অতি আনন্দবোধ করতেন। হাসান রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর কানে আযান দেন, নাতিদের পক্ষ হতে আকীকা করেন, তাঁদের নাম রাখেন, মেয়েকে নাতির মাথা নেড়ে করার ও তাদের মাথার চুলের পরিমাণ রূপা সদকা করারও নির্দেশ দেন। পিপাসায় নাতির কান্নায় তিনি অস্থির হয়ে যান এবং তাঁর পিপাসা নিবারণের চেষ্টা করেন।

৭. নবী ﷺ সদকার খেজুর মুখে পুরে নেয়ার কারণে নাতির জবাবদিহীতা গ্রহণ করেন ও নাতির অল্প বয়স হওয়ার কারণে জবাবদিহীতায় শিথিলতা করেন।

গ. জামাতাদের সাথে নবী ﷺ-এর সম্পর্ক ও ব্যবহার

এ বিষয়ে দশটি কথা নিম্নে দ্রষ্টব্য-

১. নবী ﷺ জামাতাকে স্বাস্থ্য ক্ষতিকারক জিনিস খেতে নিষেধ করেন এবং উপকারী জিনিস খাওয়ার জন্য উৎসাহিত করেন।

২. নবী ﷺ বদর যুদ্ধে গ্রেফতার হওয়া জামাতাকে সাহাবীগণের রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু পরামর্শে ফিদিয়া (মুক্তিপণ) না নিয়ে মুক্ত করে দেন।

৩. জামাতাকে মেয়ের পক্ষ হতে দেয়া নিরাপত্তাকে বলবৎ রাখেন এবং জামাতাকে সম্মান করার হুকুম দেন।

৪. জামাতার ব্যবসায়ি কাফেলার মাল ফেরৎ দিয়ে দেন।

৫. জামাতার সত্যবাদিতা ও আমানতদারীর প্রশংসা মিম্বারের দাঁড়িয়ে করেন।

৬. জামাতা মুসলমান হওয়ার ফলে তিনি মেয়েকে তার নিকট ফিরিয়ে দেন।

৭. জামাতার নিকট হতে প্রথম মেয়ে ইন্তিকাল করায়, তাঁকে দ্বিতীয় কন্যার সাথে বিয়ে দিয়ে দেন।

www.pathagar.com

৮. জামাতা-কন্যার মাঝে কোনো একদিন মনমালিন্য সৃষ্টি হওয়াই তিনি ﷺ স্বয়ং জামাতার নিকট আগমন করেন "আবু তুরাব" (ধুলা মাটি ওয়ালা) উপাধিতে আহ্বান করেন। কিন্তু মেয়ের সাথে ঝগড়া বিষয়ে কোনো কথাই আর জিজ্ঞেস করেননি।

৯. জামাতাকে চিন্তা-ভাবনা ও কঠিন বিপদাপদের সময়ে পড়তে হয় এমন দোয়া, ঋণ পরিশোধের দোয়া, নামাযের পর ও বিছানায় আসার পর পড়ার দোয়া শিখান।

১০. জামাতার জন্য খারাপী হতে বাঁচার, অতি পূত-পবিত্র থাকার, অন্তরের পরিশুদ্ধতা, জবানের হেফাজত, অসুস্থতা হতে মুক্তি এবং ঠাণ্ডা-গরমের অনুভূতি শেষ হওয়ার দোয়া করেন।

(উক্ত কথাগুলির দলীল-প্রমাণ ও তার বিস্তারিত জানতে হলে লেখকের বই 'নবী করীম ﷺ বাহাইসীয়তে ওয়ালেদ' দ্রষ্টব্য।)

উল্লেখিত কথাগুলো দ্বারা এটি দিবালোকের মতো ফুটে উঠে যে, নবী করীম ﷺ এর নিকট মেয়ের মর্যাদা ও গুরুত্ব কত বলুন্দ ও উচ্চে ছিল।

হে আল্লাহ! আমাদেরকেও তুমি স্বীয় মেয়েদের সাথে এমন আচরণ ও ব্যবহার করার তাওফীক নসীব কর। আমীন ।

শেষ নিবেদন

স্বীয় রহমান ও রহীমের অন্তরের অন্তস্থল থেকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি, যিনি তাঁর এমন দুর্বল ও অসহায় বান্দাকে এমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে লিখার তাওফীক দান করেন। অতএব, যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহরই জন্য, তিনি যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তার সমপরিমাণ, তাঁর প্রশংসা যত কিছু তিনি সৃষ্টি করেছেন তা পরিপূর্ণ পরিমাণ। তাঁরই যাবতীয় প্রশংসা যমীন ও আকাশে যত কিছু আছে তার সমতুল্য, আকাশ ও যমীন ভর্তি তাঁর প্রশংসা, তাঁর কিতাবে যা গণনা করেছে, অনুরূপ তাঁর প্রশংসা, সমস্ত কিছুর পরিমাণ তাঁর প্রশংসা এবং সমস্ত কিছু ভর্তি তার প্রশংসা।

এখন তাঁরই নিকট এ অসম্পূর্ণ প্রচেষ্টার গ্রহণযোগ্যতার দরখাস্ত এবং এটি যেন আমার ও উম্মতের জন্য উপকারী হয় ও এর মধ্যে যা ভুল-ত্রুটি, অসম্পূর্ণ ও দুর্বলতা ঘটেছে, তার জন্য সীমাহীন বিনয়ের সাথে ক্ষমা প্রার্থনা করি।

www.pathagar.com

বইটির মূল কথা

বইটিতে বর্ণিত আলোচনার সার সংক্ষেপ নিম্নে প্রদত্ত হলো-

১. আল্লাহ তায়ালা কুরআন কারীমে মেয়েদের উল্লেখ পূর্বে করেছেন। এর দ্বারা (ইমাম ইবনে কাইয়্যেম এর উক্তি মোতাবেক) যা স্পষ্ট করা উদ্দেশ্য তা হলো: "তোমাদের নিকট যে সত্ত্বা নগণ্য, এ তুচ্ছ শ্রেণী আমার নিকট উল্লেখের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রাপ্ত।" (আল্লামা আলুসীর উক্তি অনুযায়ী) তাদের দুর্বলতাকে সামনে রেখে তাদের উপর বিশেষ খেয়াল রাখার প্রতি গুরুত্বারোপের জন্য তাদের উল্লেখের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে।

২. কন্যা জন্ম হলে দুঃখিত হওয়া কাফেরদের তিরস্কারযোগ্য স্বভাব। ইমাম আহমদ মেয়েদের জন্ম গ্রহণে বলতেন, নবীগণ (আলাইহিমুস সালাম) ছিলেন মেয়েদের পিতা। মেয়েদের পরিবর্তে শুধু ছেলেদের জন্ম গ্রহণে মুবারকবাদ ও ধন্যবাদ দেয়া জাহেলী আচরণ। উভয়ের জন্মেই মুবারকবাদ দিতে হবে নচেৎ উভয়ের ক্ষেত্রে বিরত থাকতে হবে।

৩. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মেয়েদেরকে অপছন্দ করতে নিষেধ করেন এবং তাদেরকে মুহাব্বতকারিণী ও অমূল্যধন সাব্যস্ত করেন।

৪. সৎ মেয়েরা পিতা-মাতার সওয়াব ও আশা আকাঙ্ক্ষার দিক দিয়ে ছেলেদের চেয়ে উত্তম হয়ে থাকে।

৫. তিন কন্যা স্বীয় সদাচারণকারী পিতার জন্য জাহান্নামের আগুন হতে প্রতি-বন্ধক হবে। তবে যদি কারো দুটি কন্যা হয়; বরং শুধু একটিও হয়, তবে তাও স্বীয় সদাচারণকারী পিতার জাহান্নামের আগুন হতে প্রতিবন্ধক হবে।

ক. মেয়েদের উত্তম পন্থায় লালন-পালনের সওয়াব ছেলেদের লালন-পালন অপেক্ষা অধিক; কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছেলেদের লালন-পালনের ব্যাপারে কোন এমন কথা উল্লেখ করেননি।

খ. মেয়ের সাথে সদারচরণ বলতে: তার ব্যাপারে ধৈর্যধারণ, তাকে পানাহার করানো, পোশাক পরিধান করানো, তার জন্য প্রয়োজনীয় খরচ, বিয়ে দেয়া, তাকে উত্তম আদব-আখলাক শিখানো, উত্তম স্থান দেয়া, আদর-মুহাব্বত করা, তার লালন-পালন করা, তার সাথে উত্তমাচরণ করা ও তার ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করা ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত।

www.pathagar.com

গ. তাদের উপর ইহসানের জন্য উল্লেখিত বিষয়গুলো নিজের উপর জরুরি যিম্মাদারীর সীমা পর্যন্ত পূর্ণ করাই যথেষ্ট নয়; বরং তার অধিক করার জন্য মেয়েদেরকে নিজের উপর অগ্রাধিকার দেয়ার অন্তর্ভুক্ত।

ঘ তাদের উপর ইহসানের ক্ষেত্রে এ শর্তও লক্ষ্য করতে হবে যে, তা শরীয়ত অনুযায়ী যেন হয়, শরীয়তের খেলাফ যা কিছুই করা হোক না কেন তা ইহসান নয়।

ঙ. প্রত্যেক ব্যক্তি তার সাধ্যানুযায়ী তাদের উপর ইহসান করার জন্য আদিষ্ট।

চ. মেয়েদের প্রতি ইহসানের ধারাবাহিকতা আজীবন জারী থাকবে। বয়স্ক হয়ে যাওয়ার কারণে বা তাদের বিয়ে-শাদী হয়ে যাওয়ার কারণে ইহসান করা শেষ হয়ে যাবে না। অবশ্য অবস্থা ভেদে ইহসানের ধরন পরিবর্তন হবে।

৬. দুটি কন্যা স্বীয় সদাচারণকারী পিতার জান্নাতে প্রবেশ করার ওসীলা হয়ে থাকে। যদি কারো একমাত্র কন্যা হয়, আর সে তার সাথে ইহসান করে তো আল্লাহ তায়ালা ঐ এক কন্যাকে স্বীয় পিতার জান্নাতে প্রবেশের ওসীলা বানিয়ে দিবেন।

৭. দুটি মেয়ের স্বনির্ভর হয়ে যাওয়া পর্যন্ত লালন-পালনকারী কিয়ামতের দিন নবী ﷺ-এর নৈকট্য লাভ করবে।

জিম্মাদারী বা লালন-পালন বলতে বুঝায়, তাদের ভরণ-পোষণ, খোরপোষ, শিক্ষা-দীক্ষা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি পূর্ণ করা। নবী ﷺ এর নৈকট্য জান্নাতে প্রবেশ করার সময় বা মান-সম্মানের দিক দিয়ে বা উভয়টির মাধ্যমে অর্জন হবে।

৮. কন্যাদেরকে স্বীয় সত্ত্বার উপর অগ্রাধিকার প্রদানকারী পিতা-মাতার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায় এবং তারা জাহান্নামের আগুন হতে মুক্তি পায় ও আল্লাহর রহমতের অধিকারী হয়ে যায়।

www.pathagar.com

৯. কন্যার সম্মতি ব্যতীত বিবাহ দেয়ার অনুমতি নেই। পিতা বা অন্য কারো পক্ষ হতে তার বিনা সম্মতিতে দেয়া বিবাহকে কন্যার প্রত্যাখ্যান করার অধিকার রয়েছে; তাতে সে কুমারী হোক আর অকুমারী হোক। কন্যার সম্মতি আত্মীয়তার ব্যাপারে কথা পাকা-পোক্ত হওয়ার পূর্বেই নিতে হবে, ও কুমারীকে এমনও সতর্ক করে দিতে হবে যে, সে যদি নিরব থাকে তবে সেটি তার সম্মতি ধরে নেয়া হবে।

অনুরূপ পিতা বা ওলী ব্যতীত মেয়ের নিজে সম্পাদন করা বিয়েও গ্রহণযোগ্য নয় বাতিল, তাতে সে কুমারী হোক বা অকুমারী হোক।

১০. হাদীয়া-উপহারের ক্ষেত্রে সকল সন্তানের অংশ সমান-সমান।

এ ব্যাপারে তাদের মধ্যে সমতা বজায় না রাখাকে নবী ﷺ জুলুম, না জায়েয ও হক পরিপন্থি সাব্যস্ত করেন।

হাদীয়া-উপহারের ক্ষেত্রে মেয়ের অংশ ছেলের সমান অংশ হওয়া সম্পর্কে আলেমদের যদিও মতভেদ পরিলক্ষিত হয় কিন্তু সঠিক মত হলো, তাদের মাঝে সমতা বজায় রাখা ফরয।

এতদসত্ত্বেও সঠিক মত হলো, উপহার প্রদানে মেয়ে ও কন্যার অংশ মীরাস বণ্টন অনুযায়ী নয়, বরং নবী ﷺ -এর নির্দেশ অনুযায়ী সমান-সমান হবে।

১১. ছেলেদের মত মেয়েদেরও পৈতৃক সম্পত্তিতে অংশ রয়েছে।

াহ তায়ালা এ ব্যাপারে আয়াত অবতীর্ণ করেন এবং তাতে স্বীয় বিধান আরোপের তাগীদ বিভিন্নভাবে দেন, যার মধ্য হতে কতিপয় নিম্নে বর্ণনা করা হলো-

ক. স্বীয় নির্দেশের সূচনা : يُوْصِيْكُمُ اللهُ "আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে ওসীয়ত করেন।"

খ. মীরাস বণ্টনের ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালা মেয়ের অংশকে মাপকাঠি নির্ধারণ করে বলেন : এক ছেলের জন্য দুই মেয়ের অংশ।

www.pathagar.com

গ. মীরাস বণ্টনের বিধান বর্ণনা করার পর বলেন : তোমাদের জানা নেই যে, তোমাদের ওয়ারিসদের মধ্যে অধিক উপকারী কে?

এ জন্য এ ব্যাপারে তোমার অনাধিকার চর্চা জায়েয নেই।

ঘ. অত:পর আল্লাহ বলেন: فَرِيْضَةً مِّنَ اللهِ "মীরাস বণ্টন আল্লাহ তায়ালার নির্ধারণকৃত।" এজন্য এতে কারো কোনো মতামতের অবকাশ নেই।

ঙ. আল্লাহ মেয়েদের মীরাসের অধিকারের আলোচনা পৃথকভাবে করেন, যাতে এ কথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, মেয়েরা স্বীয় অধিকার বলেই মীরাসের হক রাখে।

চ. মেয়েদেরকে পৈতৃক সম্পদের কম হোক আর বেশি হোক প্রত্যেক ওয়ারিসদের ওয়ারিস গণ্য করা হয়েছে। যেন কোনো ধরনের সম্পদকে কতিপয় ওয়ারিসদের মাঝে খাস করে না দেয়া হয়।

ছ. আয়াতের শেষে نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا বলে স্পষ্ট করে দেন যে, মীরাসের অংশের নির্ধারণ আল্লাহর পক্ষ হতে। এক্ষেত্রে বান্দার কোনো হাত নেই। নবী ﷺ মীরাসে মেয়ের অংশকে সংরক্ষণের জন্যই এক-তৃতীয়াংশের অধিক অসীয়ত করার অনুমতি দেননি।

মীরাসে ছেলের অংশ মেয়ের তুলনায় দ্বিগুণ হওয়ার কারণ হলো : ছেলের উপর নিজের, স্ত্রী ও সন্তানদের খরচের দায়-দায়িত্ব আরোপিত। পক্ষান্তরে মেয়ের উপর করো খরচের দায়িত্ব নেই। বরং বিয়ের পূর্বে তার ব্যক্তিগত খরচ পিতার উপর ন্যাস্ত এবং বিবাহের পরেও তার স্বামীর হয়ে থাকে।

www.pathagar.com

বিশেষ আবেদন

এ অন্তিম মুহূর্তকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করে আমি যাদের প্রতি নিম্নোক্ত আবেদন করি-

১. আলেম ও তালেবে এলেম ভাই ও বোনদের প্রতি : তারা যেন ইসলামে মেয়ের মর্যাদাকে নিজে উপলব্ধি করে এবং তা মুসলমানদের বরং সমস্ত মানবতার জন্য বর্ণনা করে দেয়ার পূর্ণাঙ্গ চেষ্টা করে।

২. পিতা-মাতার প্রতি: তারা যেন স্বীয় কন্যাদের আল্লাহ প্রদত্ত মান-মর্যাদাকে বুঝে ও সে অনুযায়ী তাদের সাথে আচরণ করে।

৩. কন্যাদের প্রতি: তারা যেন ইসলামী শরীয়াতে বর্ণিত তাদের মূল্যায়ন সম্পর্কে সচেতনতা অর্জন করে। এ ব্যাপারে অজ্ঞদের শ্লোগান ও ইসলামের শত্রুদের প্রোপাগাণ্ডার অপপ্রচারে প্রভাবিত না হয়, বরং আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হতে যে মহা সম্মান ও মর্যাদা অর্জিত হয়েছে সে জন্য মৌখিক ও আন্তরিকভাবে এবং আমলের দ্বারা তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে থাকে।

৪. স্বামী, শাশুড়ি ও স্বামীর পরিবারের অন্যান্য সদস্য যেমন- দেবর, ভাশুর, ননদ ও জেঠাস প্রমুখদের প্রতি: তারা যেন স্বীয় গৃহে আগমনকারী অন্যের মেয়েদের সম্পর্কে এ কথা সর্বদা স্মরণ রাখে, লোকেরা তাদের অত্যন্ত মূল্যবান সম্পদ তাদের নিকট সোপর্দ করেছে, আর যেমন আমল-আচরণ তারা তাদের সাথে করবে প্রায় অনুরূপ আচরণ অন্যের গৃহে যাওয়া তাদের কন্যার সাথেও করা হবে। এজন্য অন্য মানুষের মেয়েদের সাথে দুর্ব্যবহার করে স্বীয় কন্যার জন্য কাঁটা বিছাবেন না।

وَصَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَاَتْبَاعِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ. وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

---

www.pathagar.com

পিস পাবলিকেশনের বইসমূহ

ক্র/নং	বইয়ের নাম		মূল্য
১.	THE GLORIOUS QURAN (আরবি, বাংলা, ইংরেজি)		১২০০
২.	VOCABULARY OF THE HOLY QURAN		২০০
৩.	বিষয়ভিত্তিক আল কুরআনের অভিধান		১২০০
৪.	আল কুরআনের অভিধান (লুগাতুল কুরআন)		৩০০
৫.	সচিত্র বিশ্বনবী মুহাম্মদ ﷺ-এর জীবনী		৬০০
৬.	কিতাবুত তাওহীদ	-মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওহাব	১৫০
৭.	বিষয়ভিত্তিক সিরিজ-১ কুরআন ও হাদীস সংকলন	-মো: রফিকুল ইসলাম	৪০০
৮.	লা-তাহযান হতাশ হবেন না	-আয়িদ আল কুরনী	৪০০
৯.	বুলুগুল মারাম	-হাফিয ইবনে হাজার আসক্বালানী (রহ:)	৫০০
১০.	শব্দে শব্দে হিসনুল মুমিনীন (দোয়ার ভাণ্ডার)	-সাঈদ ইবনে আলী আল-কাহতানী	৯০
১১.	রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাসি-কান্না ও যিকির	-মোঃ নূরুল ইসলাম মণি	২১০
১২.	নামাজের ৫০০ মাসয়ালা	-ইকবাল কিলানী	১৫০
১৩.	বিবাহ ও তালাকের বিধান		২২৫
১৪.	আয়াতুল কুরসির তাফসীর		১২০
১৫.	সহীহ আমলে নাজাত		২২৫
১৬.	রাসূল ﷺ-এর প্র্যাকটিকাল নামায	-মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম আততুওয়াইজিরী	২২৫
১৭.	রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্ত্রীগণ যেমন ছিলেন	-মুয়াল্লীমা মোরশেদা বেগম	১৪০
১৮.	রিয়াযুস স্বা-লিহিন	-যাকারিয়া ইয়াহইয়া	৬০০
১৯.	রাসূল ﷺ-এর ২৪ ঘণ্টা	-মো : নূরুল ইসলাম মণি	৪০০
২০.	নারী ও পুরুষ ভুল করে কোথায়	-আল্ বাহি আল্ খাওলি (মিসর)	২১০
২১.	জান্নাতী ২০ (বিশ) রমণী	-মুয়াল্লীমা মোরশেদা বেগম	২০০
২২.	জান্নাতী ২০ (বিশ) সাহাবী	-মো : নূরুল ইসলাম মণি	২০০
২৩.	রাসূল ﷺ সম্পর্কে ১০০০ প্রশ্ন	-সাইয়্যেদ মাসুদুল হাসান	১৪০
২৪.	সুখী পরিবার ও পারিবারিক জীবন	-মুয়াল্লীমা মোরশেদা বেগম	২২০
২৫.	রাসূল ﷺ-এর লেনদেন ও বিচার ফয়সালা	-মো: নূরুল ইসলাম মণি	২২৫
২৬.	রাসূল ﷺ জানাযার নামাজ পড়াতেন যেভাবে	-ইকবাল কিলানী	১৩০
২৭.	জান্নাত ও জাহান্নামের বর্ণনা	-ইকবাল কিলানী	২২৫
২৮.	মৃত্যুর পর অনন্ত যে জীবন (মৃত্যুর আগে ও পরে)	-ইকবাল কিলানী	২২৫
২৯.	কবরের বর্ণনা (সাওয়াল জওয়াব)	-ইকবাল কিলানী	১৫০
৩০.	বাছাইকৃত ১০০ হাদীসে কুদসী	-সাইয়্যেদ মাসুদুল হাসান	১৫০
৩১.	দোয়া কবুলের শর্ত	-মো: মোজাম্মেল হক	১০০
৩২.	ড. বেলাল ফিলিপস সমগ্র		৩৫০
৩৩.	ফেরেশতারা যাদের জন্য দোয়া করেন	-ড. ফযলে ইলাহী (মক্কী)	৭০
৩৪.	জাদু টোনা, জ্বীনের আছর, ঝাঁর-ফুঁক, তাবীজ কবজ		১৫০
৩৫.	আল্লাহর ভয়ে কাঁদা	-শায়খ হুসাইন আল-আওয়াইশাহ	৯০
৩৬.	আল-হিজার পর্দার বিধান		১২০
৩৭.	কবিরা গুনাহ্		২২৫
৩৮.	দাম্পত্য জীবনে সমস্যাবলির ৫০টি সমাধান		১২০
৩৯.	ইসলামী দিবসসমূহ ও বার চাঁন্দের ফযিলত	-মুফতি মুহাম্মদ আবুল কাসেম গাজী	১৮০
৪০.	রাসূলুল্লাহর মি'রাজ		৮০
৪১.	মদিনার সনদ ও বাংলাদেশ সংবিধান		১১০

www.pathagar.com

Peace Publication

পিস পাবলিকেশন
Peace Publication
৩৮/৩ কম্পিউটার মার্কেট (২য় তলা)
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।
মোবাইল : ০১৭১৫৭৬৮২০৯, ০১৯১১০০৫৭৯৫
ওয়েব সাইট : www.peacepublication.com
ই-মেইল : peacerafiq56@yahoo.com